পল্লী-ব্যথা

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব
কলেজ ষ্ট্রীট মারকেট

প্রকাশক
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রায়, এম-এ
ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব
কলেজষ্ট্রীট মারকেট,
কলিকাতা

আশ্বিন—১৩২৭

৯১।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
"নববিভাকর যন্ত্রে"
শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা
মুদ্রিত

মূল্য এক টাকা

নিবেদন

পল্লী-ব্যথার কতকগুলি কবিতা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম পর্য্যায়ের কয়েকটী কবিতা খুব ছেলেবেলার লেখা; আমি সেগুলির বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়াই ছাপাইলাম। ভক্তিভাজন ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম, এ; পি, আর, এস্; পি, এইচ, ডি, আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমার এই পুস্তক প্রকাশের সহিত আমার অকৃত্রিম বন্ধুদের স্মৃতি চিরদিন জড়িত থাকিবে।

১লা কার্ত্তিক ১৩২৭
লোকনাথপুর
নদীয়া

লেখক

পিতৃদেব-চরণে

ভূমিকা

আমাদের এই স্নেহ-শ্যামল উজ্জ্বল দেশে যে অসীম দুঃখ ও ব্যথা নিরন্তর জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা নানা কবি আবেগাতিশয্যের মধ্য দিয়া কত না বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিতেছেন। গীতিকাব্য যখন ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার মধ্যে একটা বিরাট অনুভূতিকে খুঁজিয়া পায়, যখন একটি অশ্রুবিন্দু হাজার চোখের হাজার ঝোরায় বহিতে থাকে, তখন সে গীতি-কবিতা খণ্ড হইতে অখণ্ড রসাস্বাদন ও রস-তৃপ্তির সুযোগ দিয়া চিরস্থায়ী হয়।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রায়ই দেখি এইরূপ বিশিষ্ট, ব্যক্তিগত অনুভূতি কখনও বা তুষের আগুনের মত আপনি জ্বলিয়া উঠিয়া আপনারই প্রাণের অন্তরে নিভিতে থাকে, কখনও বা বৃহত্তর মানবের সমবেদনা জাগাইয়া তাহাকে দুঃখময়ের চির-সাথী করে। মানব জীবন ও ভাগ্যের এইরূপ এক একটা অভিজ্ঞতা যদি জাগে তাহা হইলে বিষাদ-মুলক গীতিকাব্যের সার্থকতা।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সার্থকতা তখনই যখন ব্যক্তিগত দুঃখানুভূতি ও মানব জীবনের নিদারুণ ভাগ্য মিলিয়া একটা দেশ ও জাতির অসীম বেদনা-স্রোতে শোণিত-রাঙা ফুলের মত ভাসিয়া চলিয়াছে। তখন দুঃখ, অন্ধকার আকাশের গায়ে অথবা নিশিসুপ্ত ধরণীর তলে শুধু যে ঘন-বিষাদ ছায়া বিস্তার

করে তাহা নহে, শুধু যে বিরহীর চক্ষে গভীর নিঝুম রাত্রির চৈতন্যের মধ্যে চরাচর লোকের একটা বিরাটতর বিরহ কাঁদিয়া উঠে অথবা জ্যোৎস্না লুণ্ঠিত আকাশে কাহারো বসন ও নীরব নীল গগনে কাহারো নয়ন ফুটিয়া উঠে তাহা নহে; তখন স্বদেশের ও স্বজাতির বেদনাময় কায়াটি হাজাররূপে আত্মপ্রকাশ করে, হাটে বাটে তঠে মাঠে কত না চারণ কবির অতীত মেবারের মহিমাগান হাজার হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকে!

এই যে অসীম দুঃখ সহিবার শক্তি লইয়া আমাদের এই দেশ অসংখ্য দেবতাহীন দেবালয়ে, শস্যহীন ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যহীন গেহে অথবা ভগ্নমেলার ত্যক্ত কুটীরে প্রেতের ছায়া বিস্তার করিয়াছে; "নাংলা-চাষা"র দৈন্য ও আর্জ্জির মধ্যে, চিকিৎসা-বিহীন রোগীর বেদনা ও মৃত্যুতে অথবা শাসন-ক্ষোভ-দৃপ্ত সমাজ-প্রভুর অত্যাচারে যে নিদারুণ সর্ব্বনাশী রূপ প্রকট করিয়াছে তাহাই ত আমাদের দেশের বেদনাময় ভাবমূর্ত্তি, বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর প্রতিভার নিকট যাহা অন্ধকার অমানিশায় বিদ্যুতের মত পূর্ব্বে প্রতিভাত হইয়াছিল। বাঙ্গালী কৃষকের আর্জ্জি বঙ্কিমচন্দ্র পেশ করিয়াছিলেন। নীল চাষের অত্যাচার দীনবন্ধুর তীব্র-করুণ লেখনী স্পর্শে বাঙ্গালীর হৃদয়কে অভিভূত করিয়াছিল। স্বর্ণলতা অথবা গোবিন্দ সামন্ত সুখদুঃখময় পল্লীজীবনের নিখুঁত ছবি; তাহা বাঙালীর অন্তঃকরণে চির-অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। পল্লী-জীবনের গৌরবের দিকটা যতীন্দ্রমোহন সিংহের ধ্রুবতারায় ও উড়িষ্যার চিত্রে সহজ ও অকৃত্রিম ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। দীনেন্দ্রনাথ রায় পল্লীর ক্রিয়াকলাপ, আমোদ প্রমোদের বিবরণ দিয়া পল্লীগত

প্রাণ বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে ঘরের মায়া জাগাইয়া দিয়াছেন। ভাগ্যহত পল্লীবাসীর নিদারুণ দুঃখ জলধর সেন ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গল্প-উপন্যাসে জাগিয়া উঠিয়া বাঙ্গালীর অন্তরতম প্রাণে সুর তুলিয়াছে।

'উজানি'র কবি অজয়ের বুকে তরী বাহিয়া, সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রতিদিন মাথা লুটিয়া গীতিকাব্যে বাঙ্গালীর সেই অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতির উৎস প্রথম খুলিয়া দিয়াছিলেন; নিরাবিল পল্লীজীবনের করুণ ছবি আঁকিয়া, ললিত গাথায় আঁখিজল বাঁধিয়া রাখিয়া, শোক ও ছবিকে তিনি অমর করিয়াছেন! করুণানিধান ও দুর্গামোহন কুশারী তাঁহাদের বিচিত্র পল্লীকবিতায় অনবদ্য ছন্দ ও ললিত ঝঙ্কারের সাহায্যে পল্লীমাতার উজ্জ্বল প্রাকৃতিক রূপটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। যে তীব্র সমবেদনা যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর পল্লীকবিতায় প্রথম বিকাশ লাভ করে, যে সহজ সরল চিন্তালেশহীন আন্তরিকতা গোবিন্দচন্দ্রদাসের পল্লী-গীতির উন্মাদনা শক্তি, যে উদারতর দৃষ্টি ও নিপুণতর অনুশীলন কালিদাসরায়ের পল্লীকবিতার সুষমা ও সৌন্দর্য্যের প্রাণ তাহা বহুদিন হইল আর আমরা গীতিকাব্যে পাই নাই! বেদনার সিংহাসনে স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি যখন প্রতিষ্ঠিত হইলেন, দুঃখময়ের উপাসনার ফুল যখন সংগৃহীত হইল, তখন পূজারী হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইলেন?

পূজা-অঙ্গনে তাই এই নূতন পূজারীর প্রবেশ, আশা ও আনন্দের কথা। আমাদের চির-নূতন, চির-পুরাতন নিথর-নীর পাগলা দহ ও পেত্নিতলার ঘাট, রামনগরের হাট ও দুধপাতিলার

মাঠ হইতে যে হাওয়া কবি আনিয়াছেন তাহা তরুণ-উষার আলোকপাতের মত চারু ও সজীব। এই হাওয়া যত ভূরি পরিমাণে বহে, ততই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় পুষ্টদেহ ও পরিশ্রান্ত বাঙলার গীতিকাব্য সংস্কার-মুক্ত ও স্বাধীন-চিত্ত হইবে।

কবি 'চাষার প্রাণ' ও 'চাষার আশা' চাষার ভাষায় ও চাষারই ব্যথায় গাহিয়াছেন! অত্যাচার ও পীড়ন, অবিচার ও হৃদয়হীনতায় দহিয়া কবি কখনও বা লজ্জায়, নিরাশায় পল্লীমাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন!

"পল্লীবালা কুটীর-আলা
কাঁপছে জ্বরের ঝোঁকে
বিধবা মা কাঁদছে শুয়ে
মরা ছেলের শোকে!
কাঁদছে চাষা মনের দুখে
প্যায়দা মশায় দাঁড়িয়ে রুখে,
কোথায় প্রীতি শান্তি কোথা
কেবল কথার সার
বিদায় দে মা বিদায় দে মা
বিদায় দে এবার!"

কখনও বা শূন্যভিটের স্নেহকোল আরও নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন,—

"সকলি ত ছিল আজ কিছু নাই সহেছি সহিব কত
শুধু ভিটে তাও মিঠে মোর কাছে মায়ের কোলের মত।"

আবার কখনও চাষার স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরবে স্ফীত হইয়া আশার বাণী শুনাইয়াছেন। বাংলার আর কোন

কবি এমন সহজ ও সুন্দরভাবে চাষার করুণ জীবনের কথা শুনান নাই ; এমন করিয়া কোন শিক্ষিত কবি নির্ব্বোধ কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের শব্দ ও ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ঘটনার পর ঘটনা আনিয়া তিনি দুঃখ ও বেদনা, দৈন্য ও লজ্জার গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া একটা বিভীষিকা আনিয়াছেন,—একটা বিরাট শাসন ও শোষণ যন্ত্রে পিষ্ট হইয়া আর্ত্ত কৃষক, করুণার আশ্বাস না করিয়া পীড়নই ভিক্ষা করিতেছে,—

"কাঙাল দহিতে চাও যদি তবে পীড়নের মহানল
জ্বাল ওগো আজ জ্বালো,
কাঙাল সে কেন জনম নিয়েছে ভবে
মরণই তাহার ভালো।"

বৃথা আশা ভালবাসা, বৃথা জীবনের স্নেহ প্রেম, যদি তাহা অক্ষমতার লজ্জায় ব্যর্থ ও নিস্ফল হইয়া বুকে হানাহানি করিতে থাকে! এই নিস্ফল জীবনের নিরাশার মধ্যে সহৃদয় কবি মানুষের পতনের গূঢ় কারণ অতি নিপুণ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবী কাব্য ও সাহিত্যের লক্ষ্যই হইতেছে এই উদারতর অভিজ্ঞতা—উচ্চ, নীচ, হীন দুর্ব্বল মানুষকে বাঁধিবার এমন সুবর্ণ গ্রন্থি আর নাই। তাই যখন কেষ্ট মালোর লক্ষ্মীছাড়া জীবন শেষে অত্যাচারে সমাপ্ত হইল তখন আমরা সমাজকে সয়তান ও শাস্তিকে মিথ্যা না বলিয়া আর থাকিতে পারি না,—

"সাজ্‌ছ এখন ন্যাকা
হাতের বাঁধন দেখে তোমরা অনেক কথা কইছ ব্যাঁকা ব্যাঁকা
তখন মুখে কেও কি চেয়েছিলে ?
দুমুটো ভাত কেও কি দিয়েছিলে ?

পিঁড়েয় পড়ে, আমরা দু'টী প্রাণী
থাক্‌না,—আমি সবারেইত জানি !
নাড়ী দেখার লোক ছিল না গাঁয়ে
চুকিয়ে দিলাম হেলায় ভজার মায়ে,
পেটের জ্বালায় ভজা—
না, না, সে সব মিথ্যা কথা—সয়তানীতে অনেক আছে মজা !"

আবার যখন শ্রীহীনা পল্লীবালার খেদ মর্ম্মস্পর্শ করে,—

"তোমরা চাও যে 'কাগজের ফুল' 'রঙ মশালের আলো'
তোমরা কেন গো যাচিয়া লইবে রঙ যাহাদের কালো !"

এবং ভিটে-মাটি বেচিয়া যখন তাহার মা আঁখিজলে ও পিতা দীর্ঘশ্বাসে তাহার শ্বশুরের গৃহবাস প্রতীক্ষা করেন, তখন সমাজ-সংস্কার একটা সামাজিক আলোচনার বিষয় না হইয়া জীবনের দায়-স্বরূপ বলিয়া মনে হয়,—

"মার আঁখিজল পিতার দীর্ঘশ্বাসে
আসি যবে মোরা শ্বশুরের গৃহবাসে,
—কি প্রাণে যে আসি আমরাই তাহা জানি
তোমাদের কি গো—তোমরা যে জ্ঞানী মানী !

*   *   *   *

তোমরা বসিয়া পরীর স্বপন দেখ
হীরের পাতায় সোণার আখর লেখ,
হাওয়ার মতন গরবে বহিয়া যাও
আমরা যে পড়ে' পায়ের তলায় সেটা কি দেখিতে পাও ?

*   *   *   *

নিজের ওজনে তেমরা বেজায় ভারি
'ছাই ফেলা কুলো' আমরা অকেজো-নারী' ।"

কবি তবুও আশার স্বপন শুনাইয়াছেন। বাধা-বন্ধনহীন নির্ম্মল পল্লীজীবনের স্নেহ প্রেম, সেবা ভক্তি, সংসারে আবার স্বর্গ আনিতে পারে।—ইহা তাঁহার গভীর বিশ্বাস,—

"সর্ব্বহারা মহাপ্রাণ তাহারে কে রাখে বন্ধ করে'
আলোর ইসারা আসে প্রতিদিন তারই অন্ধ ঘরে,
মৃতদেহ আগুলিয়া সেই আছে নিশিদিনমান
কে জানে আসিবে কবে একবিন্দু অমৃতের দান।"

এই অমৃতের দান বিন্দু বিন্দু করিয়া কবি আপনার ও জাতির সাধনা হইতে আহরণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পল্লীপরিষৎ ও পঞ্চায়েতের সমবায়ে যে একটা নীরব কর্ম্মঠ প্রজাতন্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে এবং সেখানে যে আবার আমাদের পূজাপার্ব্বন, গীতিছড়া, শিল্পকলা ও আমোদপ্রমোদ অতীতের ধারাকে সজীব রাখিয়া স্বাধীন ভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে সে মহনীয় কল্পনা আমাদের আসিয়াছে। সহজ ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় জীবনের কর্ম্মস্থল ও আধার হইয়া পল্লীসমাজ ও পল্লীসমবায় আমাদেরকে একটা প্রবলতর বিদেশী সভ্যতার শাসন ও শোষণ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় —পাশ্চাত্যের আমদানী, পরমুখাপেক্ষী ও চটুল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের নিকট আত্ম বিক্রয় হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র আশ্রয় তাহাও আমরা বুঝিয়াছি। কিন্তু যে ভাবুকতা পল্লীপ্রেমকে জাতীয়তার প্রধান পরিচয় ও যে ব্যাকুলতা পল্লীপ্রেম ও ব্যাকুলতাকে শিল্পের অকৃত্রিম প্রকাশ রূপে ফুটাইতে পারে সে ভাবুকতা—আমাদের কাব্য সাহিত্যে আসে নাই। কাব্য সাহিত্যে এই

ভাবুকতা আসিলে গদ্য অপেক্ষা ইহা অধিকতর প্রভাবশালী হইবে এবং তখন যে জাতীয় জীবনে একটা যুগান্তর আসিবে তাহা নিঃসন্দেহ। আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যে, বেলজিয়মের কবি ভিয়ারহারেন ধূমায়মান কল কারখানা ও পঙ্কিল নগরের দুর্ব্বহ জীবন এবং পরিত্যক্ত গ্রামের মোহ ও দুর্দ্দশা তাঁহার সুকুমার কাব্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে প্রকাশ কি নিদারুণ, কি মর্ম্মস্পর্শী! সে বস্তুতান্ত্রিকতা, সে গরিমা আমাদের গীতিকাব্যে চাই। আয়র্লণ্ডের কৃষক কবি কোলাম ও ক্যাম্পবেল সেখানকার নদীসরোবর, শস্যক্ষেত্র, গোচারণ-ভূমির উপর কল্পনার সোনার জাল বিস্তার করিয়া আরও একটু রঙীন করিয়া দিয়াছেন।

সকলের উপর কেল্টের সেই সহজ অধ্যাত্মবোধ ও অরূপ-ধ্যান, যাহা রাসেলের সেই রূপসাগরে ডুবিয়া পরম একের সন্ধানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মহনীয় ভাচে অভিব্যক্ত—বাঙালীর কল্পনার শ্রেষ্ট সামগ্রীর সহিত কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছে! সাবিত্রীপ্রসন্নের ভাষার সজীবতা আছে; প্রাদেশিকতা হইতে তিনি আরও শক্তি সঞ্চয় করুন—ফরাসী কবি মিস্‌ট্রালের গৌরব ত এই দিকেই। সাবিত্রী প্রসন্নের মমতা-করুণ কল্পনা আছে। কাঁচড়াপাড়ার রতন কুলীর দুঃখ ও অপমান তিনি যে উদারতর দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন তাহা বাংলার তরুণ গীতিকাব্য ও জীবনেও নূতন,—

"কলের চাপে ফেল্‌তো পিষে, চিম্‌নি দিয়ে উঠতো
মনের কালি,

জমাদারের গালি

প্রাণটারে তার বিষিয়ে দিত, তবু রতন কইতোনাকো কথা

হায় নিদারুণ ব্যথা

মনের মাঝেই রইত গোপন, কুলীর কি আর

মান অপমান চলে ?

না খেয়ে যে মরবে সবাই, তার গোলামীর

এদিক্ ওদিক্ হলে ;

আসল কথা, রাণীর মুখের আদল

ভুলিয়ে দিত তার জীবনের সকল ঝঞ্ঝা বাদল।"

দৈন্যের মধ্যেও কৃষক আপনার শ্রমের মর্য্যাদা আজ অনুভব করিতেছে,—

"আমার জমির 'ছিরি' দেখে সবে বলেছিল মোরে ভাই"

কারখানার শ্রমজীবি গোলামীকে চিনিয়া লইতেছে—

"আমি হেথায় ভাগ্যহত এমন সময় বাঁধছি পাটের গাঁটি

ওরে কুলী ওরে দেশের দশের কালি, মিথ্যে গতর মাটি।"

এই আত্মমর্য্যাদাও বাঙ্গালার জীবনে যাহা তরুণ, যাহা ভাবী তাহারই সূচনা করে।

শ্রমজীবীই ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী ; শ্রমের জয়গান করা ভবিষ্যৎ সাহিত্যের নিকট বর্ত্তমান যুগ দায়-স্বরূপ অর্পণ করিয়াছে। মুকুন্দরাম দীর্ঘ শতাব্দী পূর্ব্বে বাংলার শ্রমের জীবন ও মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। বৃহত্তর কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত করা, গভীরতর ভাবুকতার দ্বারা মুগ্ধ করা, মহত্তর অধ্যাত্মরসের দ্বারা আপ্লুত করা, নিপুণতর শিল্পের দ্বারা চমকিত করা সজাগতর স্বাজাত্য বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত করা বাংলার ভবিষ্যৎ গীতি

কবিতার কাজ—এ সাধনায় কবি কতদূর অগ্রসর হইবেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু এই যে তাঁহার পথ এবং তিনি যে তাহা চিনিয়া পাথেয়ও বেশ সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া "পল্লী-ব্যথা"র ভূমিকায় এই সকল কথার অবতারণা করিলাম। যাঁর স্নেহে পল্লী-ব্যথা জাগিয়াছে তিনি বিরল কুটিরে কাঁদিয়া কবির আরও ব্যথা জাগান, বিশ্বময় সে ব্যথা জাগিয়া অসংখ্য দুঃখময় দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া একটা বিরাটতর জীবন গড়িয়া তুলুক, তাহাতে দেশ ও জাতি, কাব্য ও কবি সবই ধন্য হইবে—আমাদের জননীও দৈন্যের মধ্যে বিজয় লাভ করিবেন।

"গভীর আঁধার ঘেরা চারিধার, নিঝুম দিবস রাতি
বুকের আড়ালে মিটি মিটি জ্বলে তৈল-বিহীন বাতি;
গম্ ধরে' আছে, পাতাটি কাঁপে না ছম্, ছম্. করে দেহ,
দেবতা-বিহীন দেবালয় আজ জনহীন সব গেহ!"

দেবতা-হীন দেবালয়ে অরূপ দুঃখ-দেবতা লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রতীক্ষা করিতেছেন, অসীম বেদনার বিজয় মালা কোন অজানা হাত তাঁহার কণ্ঠে পরাইবে, কবে পরাইবে? তখন গেহ কি আর জনহীন থাকিবে?

লা কার্ত্তিক, ১৩২৭
৫০ নং রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

সূচী

গাঁয়ের কান্না

প্রেতের ছায়া

ঘরের মায়া

গাঁয়ের কান্না

শারদীয়া

শরতের এই নবীন-প্রাতে প্রাণ যে আমার কেমন করে,
হিয়ার মাঝে বিপুল-পুলক আবেগভরে উথলে পড়ে।
বিশ্বরাণী শিউলি ফুলের কলকা-কাটা আঁচল খানি,
স্মিত-মুখে আজ্‌কে যেন বুকের উপর দিচ্ছে টানি!
নীল-আকাশের ওড়না দিয়ে মাথার উপর ঘোমটা দেছে,
পুণ্য-চরণ তলে তাহার ফুল দিল কে বেছে বেছে?
ওই ত কুমুদ অমল ধবল ওই ফুটেছে কমল-কলি,
ওই দোপাটী অপরাজিতা সোহাগভরে পড়ছে ঢলি!
ঝুম্‌কোলতা দোদুল দোলে শিশুগাছের শাখার পরে,
আকুল মধুপ মুকুল-বালায় সোহাগভরে আদর করে!
ভোর না হ'তে পূব-আকাশে লাজ-নয়নে চাইছে অরুণ;
ঘোমটা হ'তে ঊষারাণীর সে চাহনী কেমন করুণ!
আধেক আঁধার আধেক আলো তারই মাঝে একি খেলা!
আঁধার মাঝে আলোক যেন আঁধার মাঝে আলোর মেলা!
রাখাল চলে মাঠের পানে, বিহগ গাহে বকুল ডালে,
বুলবুলিটা নাচ্‌ছে কেমন লুকিয়ে তনু বন আড়ালে!
তরু লতায় সবুজ পাতা বিল পুকুরে বান এসেছে,
এমন পূর্ণ বিমল শোভা পল্লীতে আজ কে এনেছে!

পাগ্‌লা-দহে গাঁয়ের বধূর বাসন মাজার বেজায় ঘটা,
নিথর-নীরে ওই পড়েছে বিমল-রূপের উজল ছটা!
হাঁসের দলে পাখা মেলে কতই যেন কইছে কথা,
ওই ওপারে তালের শিরে দুল্‌ছে কেমন কনকলতা!
কি আনন্দ জেগেছে আজ চাষীভায়ার সরল প্রাণে,
হাজার খামার পূর্ণ রে আজ শরৎকালের সোনার ধানে!
লক্ষ্মীমায়ের হাসির কণা সকল মাঠে ছড়িয়ে আছে,
পূজায় পাবে নূতন কাপড় রাখাল বালক তাইতে নাচে!
পাটনীভায়ার নাই অবকাশ, খাট্‌নি কত রাতে দিনে,
ছেলে মেয়ের পূজোর কাপড় বাজার থেকে আনবে কিনে!
যেমন করেই হো'ক না কেন গয়না দু'খান দিতেই হ'বে,
গিন্নি ন'লে বেজার হ'লে কেমন ক'রে বসত রবে?
বোসবাড়ীতে দুর্গাপূজা পাড়ার ছেলের ছুটোছুটি,
কি জানি কোন গভীর শোকে কর্ত্তা কেঁদে লুটোপুটি।
'করমী' ভায়া খাট্‌ছে কেমন তিলেক তাহার নাইক জিড়েন
এমনি হুকুম 'দোমাটি' তা'র কর্‌তে হবে কাল্‌কে নিদেন!
ছেলের দলের আনাগোনা পূজার বাড়ী সকাল থেকে,
খায় না তারা, বাড়ীর লোকে পায়না সাড়া ডেকে ডেকে।
এরই মাঝে কাণে যেন বাজে কাহার প্রেমের গীতি,
এ কা'র বাণী! কি আনন্দ! একি হর্ষ! একি প্রীতি!

———

চিত্র

ঘর ক'খানি খড়ে ছাওয়া, মাটির দেয়াল চারিপাশে
নাইবা হ'ল দালান কোঠা তাতে আমার কি যায় আসে ?
পিঁড়ে আমার নেপা পোঁছা সিঁদুর প'লে যায় গো তোলা
বাতায় গোঁজা দুলছে দেখ খোকামণির সোলার দোলা ;
দাওয়ার কোণে বাঁশের খুঁটি তাতে খানিক 'কোষ্টা' বাঁধা
সকাল থেকে ছালায় বসে দড়ি পাকায় কেষ্টো দাদা
গোলার কাছে জাবর কাটে চোখ্ বুজে ঐ বলদ-জোড়া
পাহাড় প্রমাণ 'পলের' গাদায় খামার আমার আধেক জোড়া
জমীদারের পাওনা দিয়েও সোণার ধানে গোলা ভরা
মুগ মুসুরি কেটে মেড়ে আছে ঘরে মজুৎ করা ;
উঠান ভরা মাচান আছে, লাউ কুমড়ো কতই তাতে
কনকা রাঙা শাক্ বুনেছে কনক আমার নিজের হাতে ;
ক্ষেতে আছে উচ্ছে পটল আলু বেগুন থরে থরে
সস্তা দরে বেচে আনাজ আনি কত সওদা ক'রে !
পুকুর জলে কৈ মাগুর আর রুই কাতলা কত শত
ছিপ দিয়ে কি "খেপলা" ফেলে ধর আপন ইচ্ছামত ;
গোয়াল ঘরে 'শ্যামলা' 'ধলা' 'ভদ্রা' গরু 'বুধি' গাই
কেঁড়ের দুধে বান ডেকে যায় খাওয়ার কোন কষ্ট নাই।
সন্ধ্যা বেলা পাড়ার সবাই নিমাই খুড়োর বাড়ী আসে
মহাভারত পড়ে খুড়ো নয়নজলে বয়ান ভাসে ;

সাজ সজ্জার নাইকো ঘটা চাদর ধুতির আদর বেশী
মিলন আছে প্রাণে প্রাণে নাইকো পাড়ায় রেষারেষি ;
'বাবু' 'বাবু' কেউ বলে না, 'হুজুর' বুলি হেথায় নাই
'নিমাই খুড়ো' 'নবীন দাদা' এইত শুধু শুনতে পাই ;
মান নিয়ে কেউ হয়না বড়, ধন নিয়ে কেউ গরম নয়
জমিদারের ছেলে হেথায় দুখীর সনে কথা কয়।
হেথায় বধূ দিন যামিনী হাড়ভাঙা-খাটুনি খাটে,
তাদের সকল পুণ্য কর্ম্ম ছড়িয়ে আছে ঘাটে বাটে।
পর খাইয়ে নিজে খাওয়া পরের সুখে নিজের সুখ
পরের গর্ব্বে হৃদয় ভরা পরের দুখে আপন দুখ।
চায়না তারা বিলাস ব্যসন শাড়ী শাঁখায় হাস্য মুখ
চায়—হাতের নোয়া অটুট থাকুক, বজায় মাথার সিঁদূর টুক !
সুখে তারা, দুঃখে তারা, দায় বিপদে সমান বল
তাদের হিয়ার ধৈর্য্য স্নেহ চিরদিনই অচঞ্চল।
কাঙাল জনার দুঃখ দেখে বুক ভেসে যায় চোখের জলে
পরের শান্তি-সুখে হেথায় সুখ উপজে হৃদয় তলে।
চাষী ব'লে নাইকো ঘৃণা, দুঃখী ব'লে নাইকো হেলা
ধূলায় ধূসর ছেলের সনে ধনীর ছেলে করছে খেলা।
পল্লী-মায়ের স্নেহের আঁচল সারা গাঁয়ে আছে পাতা
ওমা তোমার চরণতলে ভক্তি ভরে নোয়াই মাথা।

———

তুচ্ছের সম্মান

ষষ্ঠীতলায় সিঁদূর মাখান জমান পাথর নুড়ি
সেথা গিয়ে কেন করি' প্রণিপাত দুর্ব্বল বাহু জুড়ি'
ফুল চন্দনে পূজি'
কাহারে সেথায় খুঁজি ?
তোমরা বলিবে, "মিছে করা এই আশা
অন্ধ-ভকতি সকল করম-নাশা !"
তুচ্ছ জড়ের মাঝে
বিশ্ব-চেতনা রাজে
লীলাময় প্রাণ শিলাময় ছেয়ে আছে
মর্ম্মের কথা সে যে আমাদের, সত্য মোদের কাছে।

যুগলকিশোর পাঁচুঠাকুরের বছর বছর মেলা
মোদের ঘরের লক্ষ্মী-মায়েরা গাছে বাঁধে, ইঁট্ ঢেলা,
মনের মানসচয়
চির-বাঁধা সেথা রয় ;
তোমরা হাসিবে বলিবে—"বুদ্ধি বটে !"
আমরা বলিব যা'র যা' ভাবনা শেষে ঠিক তাই ঘটে !
অক্ষয় বটে 'ভার',
মূর্ত্ত-কামনা তার ;

দর্শন পড়ি' সেজেছ বুদ্ধিমান
মন দিয়ে ধন পাওয়া যে সহজ নাইক সেটুকু জ্ঞান।

পাষাণ-খণ্ডে সিঁদূর লেপিয়া শীতলা মায়ের নামে
মুচি ও চাঁড়াল ছোঁওনা যা'দের এই যে ফিরিছে গ্রামে,
দেবতার নাম করে'
ভিক্ মাগে ঘরে ঘরে—
তোমরা বলিবে "ছোটলোক বড় পাজি
ধর্ম্মের ধ্বজা তুলে করে কারসাজি" ;
আমরা ভক্তিভরে
যাহা পাই দিই ধরে'
দীনের দেবতা চিরদিন বরণীয়
বিশ্বমায়ের নিঃস্ব ছেলেটি সবার অধিক প্রিয়।

দেবতার পীঠে দুঃস্থ আর্ত্ত শত শত নর-নারী
'ধর্ণা' ধরিয়া দিবসরাত্রি পড়ে' আছে সারি সারি,
এর কি মূল্য নাই ?
তোমরা বলিবে তাই ;
আমরা বলিব বুক চিরে ডাকা তা'র ফল ঠিক আছে,
প্রাণের সে ডাক—তা'কি হ'তে পারে বিফল তাঁহার কাছে ?
পাষাণে পরাণ জাগে
যদি সে মুক্তি মাগে !
এ সব তর্ক যুক্তির কথা নয়—
অন্তর হ'তে যে ধ্বনি উঠিছে সেটা কি মিথ্যা হয় ?

সিক্তবসনে হিন্দুনারী যে নিত্য ঘাটের কূলে
ধারাজল ঢালে আনত আননে অশথ বটের মূলে,
ছোঁয়াইয়া মাটী শিরে
নিজঘরে যায় ফিরে,
তোমরা বলিবে "অন্ধ এ প্রথা তোমাদেরি ভাল সাজে
তুচ্ছ গাছ ও পাথরের পূজা দেখে মরে' যাই লাজে !"
উজাড়িয়া ভরা ঝারি
ঢালে পবিত্র বারি
সে যে রমণীর অপূর্ণ সাধ পূর্ণ কলসে রয়
পুণ্যপরশে তীর্থ-সলিল চিরগৌরবময় !

মাদুলী কবচ দেবতা মানতে তোমাদের হাসি আসে
তোমরা বলিবে "তুচ্ছ এ সব, বিপদ কভু কি নাশে ?"
দুর্ব্বল মোরা অতি
তাই হেন মতি গতি,
তোমরা বলিবে "মানুষ নিজের বিপদ ডাকিয়া আনে
সংসার মাঝে ঠিক বুঝে' চলা ? কয়জন তাহা জানে ?"
হেয় নগণ্য মাঝে
কত কল্যাণ রাজে—
দেবতা ধেয়ায়ি' বসে' থাকি মোরা, তাই মনে পাই বল—
বিশ্বাসে সদা মিলায় বস্তু তর্কে আছে কি ফল !

———

চাষার প্রাণ

পাঁচ 'খাদা' ভুঁই আবাদ করে' যত আমি ফসল পাই
তাতেই থাকি দুধে ভাতে আমার কোনও কষ্ট নাই।
বছর শেষে ফসল বেচে বড় বাবুর খাজনা দিই,
নালিশ রুজুর ভয় থাকেনা, কিস্তি শেষে খাজনা নিই।
আমার আছে দু'টী ছেলে, পরিবার আর ছোট্ট ভাই,
ও পাড়াতে গয়লা দিদি, আহা তাহার কেও যে নাই!
এ কয়জনার পেটের ভাত দিতে আমার কষ্ট কই ?
পূজোর সময় নূতন কাপড় তা'তেও আমি নারাজ নই।
গয়লা দিদির পেটের ভাত, তার যোগাড়টা করাই চাই
মনটী যে তার দুধে-সাদা, আহা বল্‌বার কেও যে নাই;
ছোট্ট থেকে আমায় সে যে ভায়ের মতই ভালবাসে
কাজেই তা'কে না খাইয়ে মুখের কাছে হাত কি আসে ?
পুকুরজলে কৈ মাগুর আর 'গইলে' আছে 'সাম্‌লা' গাই
বারমাসই আনাজ বোনে, রঘু আমার 'ধর্ম্ম ভাই।'
হালের গরু আর দু'জোড়া কিন্‌ব এবার মেলায় গিয়ে
দু'পাঁচ বিঘে জমি নেব, কিছু বেশী নজর দিয়ে।
'ছাটার মুনিষ' নিয়ে আমি জমিটুকুন চষে' নেব,
কেটে মেড়ে নিজের রেখে দীন দুখীরে বিলিয়ে দেব।
খাওয়া পরা বাস-বসতের আমার কোনও কষ্ট নাই,
গাঁয়ের যারা পায় না খেতে, তাদের দেখেই দুঃখ পাই।

চাষার আশা

শুধু চাষ দিয়ে ভুঁই, রেখেছিনু ভয়ে

'বীচন' ফেলিনি,

দেব্‌তা এবার এমন নিরদয়

নয়ন মেলিনি ;

ধূপের কোপে বিলের মাটি ধূলো

মাটির ঢেলা ইঁট্‌,

মাঠের জমি লাঙল দিলাম মিছে

পুড়্‌ল শুধু পিঠ।

'তাজা' গাছের শুকিয়ে গেল পাতা

জ্যান্ত হ'ল মরা,

এমন দিনে ফল্‌বে ফসল মাঠে

ভরসা মিছে করা !

মাঠের পানে চাইলে ফেটে আসে

চক্ষু-ভরা জল,

দাদাঠাকুর বল্‌লে,—দু'দিন পরে

আস্‌বে গাঙে 'ঢল' !

'রুয়া-ভুঁয়ের' তবু হ'বে গতি

"দোহা-বিলের" পাড়ে,

আমন-ধানের 'নাবাল' জমির 'জো'
কেও কি তখন ছাড়ে ?
আমি শুধু দেব্‌তা ডেকে ডেকে
শান্ত করি মন,
আশায় ছিলাম আকাশ ভরা জল
নাম্‌বে কতক্ষণ !
আজকে আমার পূর্ণ হ'ল আশা
দেখ্‌না ওরে ভাই,
কাজলপারা মেঘে ঢাকা আকাশ
একটু ফাঁকও নাই ;
কাল্‌কে ও ভাই পহর খানেক রাতে
আস্‌ল নেমে জল,
সকাল বেলা,—যা' ভেবেছি তাই
গাঙ-দেয়াড়ে 'ঢল' !
কাল্‌কে ঠিকই আস্‌বে থেমে 'দেয়া'
জমির হ'বে 'জো',
বুনাবুনির লাগ্‌বে রে 'মরসুম'
কান্নাকাটি থো !
'ছাটার মুনিষ' পাওনা আছে আমার
বাগ্দী-পাড়ার কাছে,
এমন দিনে বুনবে তারাও যে
নাই যদি পাই পাছে,—

পূবের পাড়ার 'খাটা মুনিস' নিয়ে
বুন্‌তে হবে ভুঁই,
বিলের জমি ?—ঘরের কৃষাণ ক'জন
তা'দের দিয়েই 'রুই' !
এমন দিনে নিরস ধরা সরস
হ'বেই ওরে হ'বে,
বিরস মুখে চাষার সরস হাসি
ফুট্‌বে কি আজ তবে ?

"কোজাগরী"

আজ লক্ষ্মীর ঘরে কেন এত ধূম
কিসের জল্পনা,
ভাল করে' কিসে সাজাবে আসন
তাহারি কল্পনা ;
"আড়িপাতি" সব গুছায়ে তুলেছে
সোনার ধান্যতে,
সকল ভবন ভরিয়া উঠেছে
মায়ের মান্যতে !
শঙ্খ কড়িতে নূতন সিঁদূর
দিয়েছে টিপ করে',
কার্পাস হ'তে দশা রচি' দিলে
গব্য দীপ ভরে'।
গোয়াল গোলায় চণ্ডীর ঘরে
দিয়েছে আল্‌পনা,
আজি কে বলিবে মেয়েলী-শাস্ত্র
আমরা পাল্‌ব না।
লক্ষ্মী-মায়ের চরণ-চিহ্ন
দেহলী অঙ্কনে,
মধুরে ধ্বনিয়া উঠিছে উলসি'
বিলসি' কঙ্কনে ;

"লক্ষ্মীবাটায়" করেছে পূর্ণ
মায়ের রত্নতে,
সোণার বরণ ফুটিয়া উঠিছে
হাতের যত্নতে !
বুকে বুকে আজ অন্নপূর্ণা
হয়েছে জাগ্রত,
ভুখারে খাওয়াতে ঘরের লক্ষ্মী
নিয়েছে মার ব্রত ;
কাঙাল পেতেছে শূন্য আঁচল
সকল ঘর-দ্বারে
মা ক'ন ডাকিয়া জনে জনে আজ
ওরাত পর না'রে।
ভিখারী তুষ্ট কোঁচড় ভরিয়া
মুড়কি জলপানে
বিদুরের ক্ষুদে মিলেছে মুক্তি
তার কে ফল জানে ?
"নাই" বলে আজ নাহিক বেজার
হাসিতে মুখ ভরা
দুঃখ হরিতে আজি কি মর্ত্তে
এসেছ দুখ-হরা ?
ভাণ্ডার আজ উঠিছে উপচি'
দানের গৌরবে

বাতাস হয়েছে উতলা মাতাল
ফুলের সৌরভে
মায়ের মূর্ত্তি দেখাতে তুমি কি
এসেছ চঞ্চলা
মধুর-ভাষিণী করুণার দানে
মুক্ত-অঞ্চলা ?

লক্ষ্মী-মা

আজ কতদিন তুমি গিয়েছ কমলা, কুটীর আঁধার করি'
ক্ষেতের ফসল গেছে তব সাথে
'ধবলা' 'কপিলা' নাহি গোশালাতে
নদী সরোবরে জল নাহি আর কেমনে তৃষ্ণা হরি' !
'এস মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে'
দৈন্য দুঃখ ব্যাধি ও অভাবে সরায়ে পুণ্য-করে।

কমলা, তোমার করুণা অভাবে কত দুখ সহি' মাগো,
ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদি নিশি দিন
দেহের শক্তি ক্রমে হ'ল হীন,
মোদের নিত্য-অলসতা মাঝে শক্তি-রূপিণী জাগো ;
"এস মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে"
দৈন্য দুঃখ ব্যাধি ও অভাবে সরায়ে পুণ্য-করে।

মাগো, মোদের দৈন্য বিপদের মাঝে শক্তি-রূপিণী হয়ে,
দু'করে ছড়ায়ে স্বর্ণ-শস্য
চরণে দলিয়া দীন আলস্য
এস দেবী আজ শূন্য ভবনে পূর্ণ আঁচল বয়ে।
"এস মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে"
দৈন্য দুঃখ ব্যাধি ও অভাবে সরায়ে পুণ্য-করে।

কোন দূরদেশে রয়েছ জননা, কোথা খোঁজ পাব তব ?
অনুদিন মোরা রোগের জ্বালায়,
করুণ-কণ্ঠে করি হায় হায় !
জননী তোমার আশা-পথ চেয়ে কত দিন বেঁচে রব ?
"এস মা লক্ষ্মী, বস' মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে"
দৈন্য দুঃখ ব্যাধি ও অভাবে সরায়ে পুণ্য-করে।

এস চঞ্চলা, অচলা হইয়া থাক গো মোদের গেহে,
তোমার আশীষ বর্ম্মের মত
মোদের ঘেরিয়া থাকিবে নিয়ত
লুপ্ত-গরিমা আসিবে ফিরিয়া, শক্তি জাগিবে দেহে।
"এস মা লক্ষ্মী, বস' মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে"
দৈন্য দুঃখ ব্যাধি ও অভাবে সরায়ে পুণ্য-করে।

মাগো, স্বস্তি-বাচন শান্তির জলে স্বাস্থ্য আনগো দেশে,
পদ্মহস্তে বেদনা সরায়ে
চির-নিরাময়-তিলক পরায়ে
আজি এ বিরাট অনশন মাঝে বারেক দাঁড়াও এসে !
"এস মা লক্ষ্মী, বস' মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে"
দৈন্য দুঃখ ব্যাধি ও অভাবে সরায়ে পুণ্য-করে।

জননী তোমার বন্দনা-গানে ভূবন গিয়েছে ভরি,
এমন লক্ষ্মী-পূর্ণিমা নিশি
কুসুম-গন্ধ ছুটে দশদিশি,

ধন্য জীবন মহিমা তোমার আজি কীর্ত্তন করি
"এস মা লক্ষ্মী, বস' মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে"
দৈন্য দুঃখ ব্যাধি ও অভাবে সরায়ে পুণ্য-করে।

এস গো কমলা, অমলা, অতুলা এস গো বঙ্গ-রাণী,
তোমার পুণ্য চরণ পরশে
হৃদয়ে শান্তি জাগিবে হরষে
দিকে দিকে হবে বিঘোষিত তব মঙ্গলময়ী বাণী!
"এস মা লক্ষ্মা, বস' মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে"
দৈন্য দুঃখ ব্যাধি ও অভাবে সরায়ে পুণ্য-করে।

পল্লীরাণী

আমার পল্লী-রাণী,
লুপ্ত তোমার দীপ্ত গরিমা কণ্ঠে নাহিক বাণী।
গৌরবময়ী, গৌরবহীনা
দাঁড়াইয়া অয়ি ভিখারিণী দীনা,
উজ্জ্বল-শ্যাম-সুন্দর-দেহে আজি কজ্জল-ছায়া ;
নয়নে উথলে অশ্রু-সিন্ধু
জলদ-মলিন-বদন-ইন্দু
চরণ-নলিন আর না বিতরে মধুভরা দয়া-মায়া !
আমার পল্লী-রাণী,
লুপ্ত তোমার দীপ্ত-গরিমা কণ্ঠে নীরব বাণী !

আমার পল্লী-রাণী,
বিশ্বের তরে নিঃস্ব করেছ ঋদ্ধ-হৃদয়-খানি !
অতিথি ডাকিয়া উটজাঙ্গনে
অঞ্চল ভরে' দেছ ধানে ধনে,
শতেক পল্লী-সন্তান সনে, কত না মোহন-মেলা !
লোকালয় আজ হয়ে আসে বন
পথ ঘাট মাঠ আঁধার মগন,
ভগ্ন-সৌধে পেচক নিবসে শিবাকুল করে খেলা !
আমার পল্লী-রাণী,
বিশ্বের তরে নিঃস্ব করেছ ঋদ্ধ-হৃদয় খানি !

আমার পল্লী-রাণী,
সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় জ্বলে না প্রদীপ খানি।
শূন্য-দেউল সাঁঝের আঁধারে,
আধ দেখা যায় ঐ পরপারে,
আরতি বাজনা বাজেনা সেথায় ঝিঁঝিঁ ডাকে নিশিদিন,
পূজা-হোম-যাগ হয়েছে বন্ধ,
দীর্ণ-হৃদয় নাহি আনন্দ,
অশ্রুধারায় দীপ্তি হারায় আঁখি যুগ তেজোহীন।
আমার পল্লী-রাণী,
সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় জ্বলে না প্রদীপ খানি।

আমার পল্লী-রাণী,
তোমার পুণ্য-চরণ পরশে কেটে যাবে সব গ্লানি।
এস দেবী তুমি শক্তি-স্বরূপা,
গুণ গরিমায় অতুল অনুপা,
নূতন করিয়া গড়' তুমি দেবী মোদের পল্লীভূমি ;
চেতনা-শক্তি বরাভয় দানে,
সুখ-সম্পদে ধনে জনে মানে,
শূন্য পল্লী-ভবন মোদের পূর্ণ কর মা তুমি !
আমার পল্লী রাণী,
তোমার চরণ পরশে ঘুচিবে সকল দৈন্য গ্লানি !

পল্লীবিদায়

পল্লীমা, তোর চরণ তলে
হাজার নমস্কার,
বিদায় দে মা বিদায় দে মা
বিদায় দে এবার !
চোখের মণি উপড়ে ফেলে
আপন ঘরে আগুন জ্বেলে
ছুটে এবার বেরিয়ে যাব
ধারব না তোর ধার ;
পল্লীমা, তোর চরণ তলে
হাজার নমস্কার।

রঙীন-চোখে স্বপন দেখার
নাইক কিছু বাকি,
মিথ্যে ওমা মিথ্যে সবি
কেবল তোমার ফাঁকি ;
তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে
দুষ্ট ছেলে গিইছি বয়ে,
দুধ ন'লে যে রোচে না ভাত
চক্ষে বহে ধার,
বিদায় দে মা বিদায় দে মা
বিদায় দে এবার !

কোথায় মা তোর নির্ঝরিণীর
দুকূল-ভরা জল
কোথায় মা তোর গাছে গাছে
মিষ্টি মধুর ফল ?
ফিঙ্গে-নাচা মাঠের পরে
শস্য কোথায় থরে থরে,
রোদের আগায় ধানের খেলা
নাইক সে বাহার ;
পল্লীমা তোর চরণ তলে
হাজার নমস্কার !

কোথায় দোয়েল শ্যামার নাচন
মৃদুল হাওয়ার সনে
ফুলের কথা ভাবতে গেলে
সন্ধ আসে মনে ;
নোনাআতার কুঞ্জ মাঝে
নিত্য দেখি সকাল সাঁঝে,
শেয়াল শুধু গাচ্ছে খেয়াল
শুনতে চমৎকার,
বিদায় দে মা বিদায় দে মা
বিদায় দে এবার !

মশার পোঁ পোঁ দিনে রাতে
শুনছি শুধু কাণে

হুলের কামড় চামড়া-ফোঁড়া
যার ব্যথা সে জানে,
চুলচুলিতে বুলায় পাখা
দেখি দেহ পটে আঁকা
দেহমনের ব্যাথার ক্ষত
সবই একাকার,
পল্লীমা তোর চরণ তলে
হাজার নমস্কার !

ঝুম্‌কোলতার দোদুল দোলা
মন-ভোলান কথা
দেয়াল বেয়ে উঠ্‌ছে দেখি
দেশের আলোকলতা !
ভুঁইচাঁপা নাই আলো করা
কচুর গাছে উঠান ভরা
পাঁচার বেয়ে শিকড় গাড়ে
জিউলি গাছের সার,
বিদায় দে মা বিদায় দে মা
বিদায় দে এবার।

ওমা, বনের মাঝে মনের মাঝে
শিয়াকুলের কাঁটা
বিঁধ্‌ছে কেবল অহর্নিশি
দায় হ'ল যে হাঁটা ;

সব অপথের জলবিছুটি
করেনা ক' একটু ত্রুটী
সকল দেহে বিষের জ্বালা
ঢালছে অনিবার
পল্লীমা তোর চরণ তলে
হাজার নমস্কার !

পথে-চলা লোক দেখি না
আঁধার বাড়ী ঘর
শ্মশান-ঘাটের দৈত্যদানা
করলে কি গো ভর !
মানুষ দেখে মানুষ ডরে
শ্যাওড়া গাছে উঠ্‌ছে ভরে
পথ অপথের ঠিক ঠিকানা
রহিল না যে আর
বিদায় দে মা বিদায় দে মা
বিদায় দে এবার।

কোথায় মা তোর ছায়ায় ঢাকা
বহুকালের বট,
রাখাল নাচে বাউল-গানে
কোথায় নদীতট ?

কোথায় গাভী হাম্বা রবে
সন্ধ্যা হ'ল জানায় সবে
আজ দেখি মা পশু মানুষ
বইছে সমান ভার !
পল্লীমা তোর চরণ তলে
হাজার নমস্কার !

পল্লীবালা কুটির-আলা
কাঁপছে জ্বরের ঝোঁকে
বিধবা মা কাঁদছে শুয়ে
মরা ছেলের শোকে ।
কাঁদচে চাষা মনের দুখে
প্যায়দা ম'শায় দাঁড়িয়ে রুখে,
কোথায় প্রীতি শান্তি কোথা
কেবল কথার সার
বিদায় দে মা বিদায় দে মা
বিদায় দে এবার !

চণ্ডীঘরে সাপ নেউলে
আজ করেছে বাসা,
কালপেঁচাটা চৌরী-ঘরে
সকল কর্ম্মনাশা ;

মটকা ভেঙ্গে পড়ছে খসে
ঘরের দেয়াল যাচ্ছে ধসে,
ঠাকুর ঘরে দাঁড়িয়ে কুকুর
জানায় দাঁতের ধার,
পল্লীমা তোর চরণ তলে
হাজার নমস্কার !

কোথায় মা তোর জট্‌লা-করা
পঞ্চায়েতীর মেলা,
দাশরথীর পাঁচালী গান
কোথায় পাশা খেলা,
রামায়ণ আর ভারত-কথা
ঠাকুর বাড়ীর কথকথা,
আজকে দেখি অতীত সবই
নিঝুম অন্ধকার !
বিদায় দে মা বিদায় দে মা
বিদায় দে এবার !

ওমা মুষ্টি-ভিকে গুষ্ঠি-পোষা
বোষ্টুমি আজ কোথা
অতিথ পতিত দেবতা বামুন
সব হ'ল এক কথা।

"দাও" বলে' যে দাঁড়ায় দ্বারে
কেমন করে ফিরাই তারে,
দৈন্য মাঝে লজ্জা এযে
গভীর বেদনার,
পল্লীমা তোর চরণ তলে
হাজার নমস্কার !

ওমা পাঁচ ঘরেতেই বাদাবাদী
কয়না কথা মুখে
দয়া মায়া 'সুবেদ' রাখা
সব গেছে যে চুকে,
দায় অদায়ে চায় না ফিরে
দাঁড়িয়ে মরা-গাঙের তীরে
সবাই সমান খাচ্ছে খাবি
ঠিক রাখে না তার ;
বিদায় দে মা বিদায় দে মা
বিদায় দে এবার !

ওমা সকল ঘরে শ্মশান হ'ল
মরণ দিলে হানা
আধি-ব্যাধির শকুন গুলো,
মেল্‌ছে হাজার ডানা,

বুকের শোণিত ঝরিয়ে দিয়ে
তুললে তুমি যা'দের জিয়ে'
আজকে তারা আত্মঘাতী
সইবে কি তোমার ?
পল্লীমা তোর চরণ তলে
হাজার নমস্কার !

পল্লীমা তোর মল্লী-শোভা
থাক লুকান বনে,
তোমার মধু-পল্লী-মায়া
তাও রেখে দাও মনে,
মনের মাঝে আজকে পাগল
ফেলছে ভেঙ্গে সকল আগল
তোমার ঘরে আগুন-খেলা
করব ছারেখার,
পল্লীমা তোর চরণ তলে
হাজার নমস্কার !

প্রেতের ছায়া

গভীর-আঁধার-ঘেরা চারিধার, নিঝুম দিবস রাতি
বুকের আড়ালে মিটি মিটি জ্বলে তৈলবিহীন বাতি ;
গম্ ধরে' আছে, পাতাটি কাঁপেনা ছম্ ছম্ করে দেহ,
দেবতা-বিহীন দেবালয় আজ জনহীন সব গেহ !
মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য রণতাণ্ডব সম,
আপন রক্ত আপনি শুষিছে নিষ্ঠুর নির্ম্মম !

"জুলুমদার"

পাওনা গণ্ডা দাও না আমায়, নাও না বুঝে 'দাখলে' ছাই,
লাভ অলাভের হিসাব-নিকাশ আমার বুঝি করতে নাই ?
হাল বকেয়া 'মাই মুনাফা' একটী পয়সা ছাড়ব না
বাকী খাজনার করব নালিশ তাগাদা আর করব না।
দাও না নজর উচিৎমত জমিদার কি আসলো ভেসে
সুদ্‌টা তোমার রেয়াৎ করা ?—কি কথা কও সর্ব্বনেশে ?
নায়েব নাজীর গোমস্তাদের মাইনে মাসিক নইলে নয়
পাক পেয়াদা মাল্লা মাঝি এও ত আমার পুষতে হয়।
বাড়ীর মধ্যে ঝি রাঁধুনী বাইরে বেয়রা চাকর আছে
দু'চার বছর মাইনে যদি বাকী পড়ে আমার কাছে,
অমনি তাঁরা খাপ্পা হয়ে বলেন 'দেব চাকরি ছেড়ে'
গিন্নি শোনান মিষ্টি বুলি অমনি তখন নথটি নেড়ে,—
"এত বড় জমিদারী চাকর বাকর পায়না টাকা
কেন তবে ভড়ং করে গরীব বেচারীদের রাখা ?"

কল্‌কাতাতে থাকেন ছেলে খরচ একটু বেশীই হয়
কারণ, জমিদারের ছেলে 'ষ্টাইলে' না রাখলে নয়,
মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব সহ তিনি বেরোন 'টুরে'
মাস তিন চার গয়া কাশী দিল্লী এবং লাহোর ঘুরে,

আমায় যখন লেখেন—"আমার টাকার বড় টানাটানি"
পাঠাতেই হয়—একটী ছেলে রেগে কোথায় যান না জানি।
সাহেব শুবোর সঙ্গে আলাপ তাদের বাড়ী ডালি দিতে
হক্ সাহেবের বাজার থেকে দুচারঝুড়ি পার্শেল নিতে,
অনেক আমার খরচ আছে, যদিও সেটা করাই চাই
আমারি ত খরচ সে সব, তোমাদের তা ভাবনা নাই!
মেয়ের বিয়েয় দু'দশ হাজার খরচ যদি নাইই হ'বে
এত বড় জমিদারী রূপ দেখানর জন্য তবে?
গাড়ী ঘোড়া পাল্কী রাখার খরচ বড় অল্প নয়
না রাখ্‌লে যে মান থাকে না, কাজেই সবই রাখ্‌তে হয়।
আদায় পত্র বন্ধ হ'লে কেমন করে চল্‌বে বল
হকের পাওনা পাব না হে—কথাটা এ কেমন হ'ল?

মাসে মাসে 'তহুরীটা' তাও পাব না প্রজার কাছে
মোটা নজর মোটা খরচ সেটার কি হে হিসেব আছে?
ক্ষেতে তোমার ফল্‌লনা ধান, চ'তের ফসল হয়নি কেন
লাঙ্গলা গরু গেল মরে—দোষ গুলো সব আমার যেন!
ছেলেপিলের অসুখ নিয়ে চাষ পড়েনি ক্ষেতে তোমার
জোয়ান মরদ ভাইটা মল সে দোষটাও বুঝি আমার?
থাক্ বা না থাক্, চাইই আমার পাওনা গণ্ডা বুঝে নেব
উপর থেকে তলপ এলে, কেমন করে খাজনা দেব?

অষ্টমেকি জমিদারী উঠ্‌বে আমার লাটের দায়ে
তোমার বাড়ী হেঁটে হেঁটে পড়বে ঘাঁটা আমার পায়ে ?
কোম্পানী ঠিক সময় মত বুঝে নেবে আপন কড়ি
এদিক ওদিক একটু হলেই পড়বে আমার হাতে দড়ি,
কোনও কথা শুন্‌ব না হে হাল বকেয়া খাজনা চাই
আমার যখন খরচ আছে তোমার তখন ওজড় নাই ;
জমিদারী থাকতে আমি কষ্ট কেন সইতে যাব ?
না দাও—নালিশ করে আমি স্থদ আসলে চুকিয়ে পাব
যেমন করেই হোক না কেন খাজনা আদায় করাই চাই
হওনা কেন গুরুর বেটা পুরোহিতের ভায়রা ভাই ।

কাঙাল

দু'দিনের তরে মাথা গুঁজিবার নাহিক একটু ঠাঁই,
এমনি ভাগ্য মোর ;
যে দিকে তাকাই নাহি কেহ মোর নাই,
ঝরে তাই আঁখি লোর।
আপনার বলে ডাকিবার কেহ, নাহি গো আমার নাই,
সারাটী বিশ্ব খুঁজে ;
নয়নের জল মুছাবে যতনে, আদর করিবে কে—
মরমের ব্যথা বুঝে ?
ক্রূর বাক্যের বৃশ্চিক জ্বালা সহেনাক' প্রাণে আর,
নিশিদিন রাঙা মুখ ;
পাঁজর ভাঙ্গিয়া নিশিদিনমান বহিছে দীর্ঘশ্বাস
নাহিক একটু সুখ !
পোড়া চোখে যদি জল আসে ওগো তাও,
তাও তা'তে কত কথা,
কাঙাল যে আমি কাঙালের কেন এত,
কাঙালের কিসে ব্যথা ?
কাঙালের নাকি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নাই
সুখ দুখ হাসি মিছে ;
সবার মিলিবে আগে মাঝে নিজ ঠাঁই
কাঙাল রহিবে পিছে !

"কাঙাল দহিতে চাও যদি তবে পীড়নের মহানল,
জ্বাল ওগো আজ জ্বালো;
কাঙাল সে কেন জনম নিয়েছে ভবে
মরণই তাহার ভালো।"
ওগো, পীড়ন করিবে কাঙাল জনায় কর,
এটা ত নূতন নয়;
সহিবার তরে জগতে যাহার আসা -
সবই তা'র প্রাণে সয়।

দশের চাকর

একা আমি বল কেমনে যোগাব তোমা সবাকার মন
পেটের জ্বালায় দশের চাকুরী আমি অতি অভাজন ;
দিনরাত আমি খেটে মরি বুড়ো, কিছু নাহি তার দাম
শাসন-বাক্যে দুরু দুরু বুক "হাঁদা" "হাবা" তবু নাম !
দশ দিক থেকে দশ জন ডাকে শুনি আমি কার কথা
পান হতে চূণ খসিলে প্রলয়, বুঝনা বুড়োর ব্যথা—
বসে বসে শুধু করিবে 'হুকুম' তখনি 'তামিল' চাই
দশ জন যদি 'জারি' করে ব'স আমি বল কোথা যাই ?
তোমাদের সুখ সতত খুঁজিবে চাহিবে না মোর পানে
রুক্ষ বচন কঠোর চাহনি—মন কি প্রবোধ মানে ?

গতর খাটান' দুঃখের দানা তাও যদি কেঁদে খাব
আমি যে কাঙাল বাঁচিব কেমনে একবার ওগো ভাব' ।

আমারও ত ছিল জোয়ান ছেলেটা তোমাদের মত বড়
দুঃখের পরে দুঃখের বোঝা দিতে হরি খুব দড় ;
আশ্বিন মাসে তিন দিন জ্বর সেই হ'ল তা'র কাল
তাহারে হারায়ে বসিয়াছি পথে, তাই এই মোর হাল ।

সে থাকিলে মোর, পরের দুয়ারে কেন আমি পড়ে র'ব
অকারণ এই শাসন বাক্য মুখ বুজে কেন সব ?
আমার দুঃখ বুঝিত যেজন সেও আর মোর নাই
দুঃখ এড়ায়ে সেও চলে গেছে, কোথা তার দেখা পাই।

সারাদিন পরে একমুঠো ভাত ভিজে যায় আঁখি জলে
আমারে ছাড়িয়া তোমারা আমার কোথা আজ বল র'লে ?

———

"আর্জ্জি"

দোহাই তোমার কর্ত্তাবাবু এবার আমায় 'রেয়াৎ' কর
টাকার উপর দ্বিগুণ হারে সুদটা আবার কেন ধর ?
প্রতি বছর দিইছি টাকা—যখন যেমন সাধ্যমত—
কিছুতে আর শোধ হোল না ?—'জের' বলনা টান্‌ব কত ?
বছর বছর বেড়েই যাচ্ছে—দাগ পড়ে না জমার ঘরে,
এমন হ'লে গরীব মানুষ খাজনা দেব কেমন করে ?
ছেলে মেয়ে মরছে কেঁদে উদরে নাই একটী দানা
পরিবারের শুষ্ক আনন আমার দুঃখ নাই অজানা,
একটী ধানও নাই গোলাতে দিইছি সকল শূন্য ক'রে
গরু বাছুর বিক্রী করে দিলাম টাকা তোমার দোরে,
আম-কাঁঠালের গাছ যা' ছিল সবই গেল খাজনা দিতে—
তিরিশ টাকা বিনা সুদে কর্জ্জ দিল আমার মিতে,
পরিবারের গয়না গেল, ছেলের গেল পদক খানা
যা' ছিল মোর সবই দিলাম,—তবু আমার কাঁদ্‌তে মানা ?
গোমস্তারে বলো বাবু একটু খানি নরম হ'তে—
খাজনা দিলে 'দাখ্‌লে' খানা দেন্‌না তিনি কোনও মতে,
সদাই তিনি রুষ্ট হ'য়ে বলেন,—"তুমি সুদ আসলে
শুধ্‌বে টাকা ?—না হয় তবে 'দাখ্‌লে' আবার চাও
কি বলে ?"

ইজ্জত যে রইল নাক' প্যায়দা ম'শার অত্যাচারে
তুমি যদি শুন্‌বে না সব, আমরা তবে বল্‌ব কারে ?
তোমার কাছে কাঁদ্‌ছি বাবু, তুমি সবি করতে পার
ধনে মানে হইছি 'হাবাত' প্রাণটাতে আর কেন মার ?

"খরানি"

এমন ধানের নধর 'জ্যাওলা' খরানিতে গেল পুড়ে
বড় বাবু ঠিক খাজনার দায়ে বেচে নেবে ভাঙ্গা কুঁড়ে !
এক ফোটা জল দিলেনা দেবতা চাষার কপাল পোড়া,
ধানের ফলন দেখে মরে যাই, যেন গো বাঁশের 'কোঁড়া'।
কোনটীর শিরে শিষ ধরে আছে কোনটীর বুকে ধান,
সব মরে গেল বর্ষা অভাবে তবু ভাল ছিল বান !
'ফুলমুখী' হ'য়ে কোনটী শুকায়, 'ডুধে ধান' কারো মাথে,
দিও দিও দেয়া একটী পশলা আজকে আধেক রাতে।
দেহ মাটি করে যে ধান বুনেছি সে ধান মরিয়া যায়,
বুকের রক্ত মুখে তুলে চাষ, চাষা মরে যাবে হায় !
দশ বিঘে ভুঁই শুধু ধান মোর বুক ফেটে যায় দেখে
রোদ্দুরে অই চিক্ চিক্ করে বায়ু ভরে থেকে থেকে ;
মোটা ডাঁটা আর লকলকে শিষ 'দাপানে জ্যাওলা' মোর,
'ছিরি' দেখে চোখ ফিরাইতে নারি এযে মুস্কিল ঘোর।
স্যাকরা বাড়ী যে দিয়েছি বায়না পাতানীর সাতনলী
ধান বিনে মান রবে না আমার একথা সত্য বলি।
আমরা নাঙলা-চাষা' তাই ওগো তোমারে ধিইয়ে থাকি
এ ধান খরিয়ে যদি মরে যায় কি আর রইবে বাকী।

তুলুরে বলেছি 'বুলুদেয়া সাড়ী' আশ্বিনে দেব কিনে
মরুক সে সব,—কেমনে পরাণ বাঁচিবে অন্ন বিনে !
মোরা নির্ব্বোধ চাষা তাই বুঝি দেবতা বিমুখ রবে
দেবতা মানুষে এত অবিচার, কেমনে কাঙাল সবে ?

———

দৈন্যের দায়ে

দশ 'খাদা' ভুঁই এমন নধর ধানের 'জ্যাওলা' মোর
বন্যায় গেল ভেসে
কিস্তিখেলাপ যদি হ'য়ে যায় তলপ যদিগো পড়ে
উপায় কি হবে শেষে !
গেল বছরের এক কুটো ধান নাইক আমার পুঁজি
প্রাণ যাবে অনাহারে
দৈন্যের দায়ে বিকিয়েছে মাথা, ভিটা-মাটি যা'র বাঁধা
কেবা ধার দিবে তারে ?
পরের ধনেতে লোভ নাই মোর চোর বাটপাড় তাই
ধড়িবাজ মোর নাম ;
ক্ষুধার জ্বালায় মলেও নিইনা পরের একটি দানা
বিধি তাই মোর বাম।
পরের জমিটী ভাল যদি হয় ফসল দ্বিগুণ ফলে
প্রাণে মোর কত সুখ,
পরের হাসিটী দেখলে কখনও যায় না ত বুক ফেটে
তাতে মোরও হাঁসি মুখ ;
আশ্রিত জনে ভিটে ছাড়া করি ছলে বলে কৌশলে
জমিটা নেওয়াই চাই ;

তারই চারি পাশে বেড়া দিয়ে ঘিরে করিতে বাগানবাড়ী
হীন সাধ মোর নাই ;
—তবুও যে "চাষা" ঘৃণা ও হেলার জীবন বহিয়া চলে
নিশি দিন কাঁদাকাটী,
জমিদার বাবু বুঝেনা দুঃখ তবু বৃথা আবেদন
দুটী বেলা হাঁটাহাঁটি!
আমার জমির 'ছিরি' দেখে সবে বলেছিল মোরে 'ভাই,
কপাল ফিরেছে তোর,
আজ চেয়ে দেখি পাপের ভারে ও বিধাতার অভিশাপে
কপাল ভেঙ্গেছে মোর!

আসামী

ফসল এবার ফলেনি জমিতে
গোলাতেও নাই ধান
দুঃখের নাহি ওর,
দু'সনের বাকী খাজনা আমার
পেয়াদার পীড়াপিড়ি—
রাত না হইতে ভোর !

কাঙালের নাই কাঙাল তা শুধু
মরমে মরমে বোঝে
আর ত বোঝেনা কেহ ;
ক্ষুধার কি জ্বালা বুঝিবে কেমনে
উপাদেয় রাজ-ভোগে
পুষ্ট যাহার দেহ !

পাঁজর ভাঙ্গিয়া নিশ্বাস শুধু
বয়ে যায় অকারণ
চোখের জলের সাথে,
করুণা জাগাতে বৃথা পায়ে ধরা
বুকে কর হানাহানি
পরের কি ক্ষতি তাতে !

পর শুধু বোঝে নিজের কড়ির
সূক্ষ্ম হিসাব ভাল
তা'তে নাই তা'র ভুল,
বেজায় সেয়ানা নিজের বেলায়
এ দিক ও দিক তার
হয় নাক' এক চুল।

আমার দুঃখ আমার ব্যথার
এত টুকু যদি হায়
বাজিত তা'দের বুকে,
বাক্য জ্বালায়, দহিয়া আমায়
নিজের পাওনা শুধু
চাহিত না রাঙা মুখে।

সমনজারি

সেলাম তোমায় প্যায়দা ম'শায়
আবার হেথায় কেন ?
তোমায় দেখে বুকটা কাঁপে
হাঁপিয়ে উঠি যেন !

সমন হাতে ?—আমার নামে ?
কিসের দাবী ভাই ?
সমন জারির মতন আমার
আর ত কিছু নাই !

তোমার ভয়ে গ্রাম ছেড়েছি
বিকিয়ে দিছি চালা,
গাছের তলায় এসেও জুলুম
এও ত বিষম জ্বালা !

তালের পাতা কুড়িয়ে আমি
বেঁধেছিলাম কুঁড়ে
কালকে সাঁঝের কাল ব'শেখে
তাও ত গেছে উড়ে।

জলে ভিজে ছেলে পিলে
কাঁপছে পড়ে অই
পেটের জ্বালায় কাঁদ্‌ছে তারা
কেমন করে সই ?

হেঁসেল ঘরে ভাঙ্গা হাঁড়ি
কলসী গোটা দুই,
খেজুর পাতের ছেঁড়া চাটাই
সবাই তা'তে শুই।

মাথায় যদি বাড়ি মার
তাও পাবে না খুদ
তবু আমার শুধ্‌তে হ'বে
জমিদারের সুদ ?

নিলামের ডাক

ওগো, সব বেচে নাও নিলামের ডাকে
কোনও কথা মোর নাই,
শুধু, 'খাড়ু' জোড়া মোর বড় আদরের
সে জোড়া ফিরায়ে চাই।

ওগো, ও 'খাড়ু' আমার কলিজার হাড়
বুকের রক্ত সম,
ও 'খাড়ু' বিহনে সব হারা হব
রবে না পরাণ মম !

সবিত গিয়েছে কিছু নাই মোর
ওই জোড়া শুধু আছে
ওই জোড়া নিয়ে বেঁচে আছি আমি
ফিরে চাই তব কাছে !

জোয়ান ছেলেটা ওষুধ অভাবে
কত দিন ভুগে জ্বরে,
একদিন সাঁঝে কোথা চলে গেল
কুটীর আঁধার করে' ;

মেয়ের বিয়েতে বেচে দিয়ে সব
ছিল ওই 'খাড়ু' জোড়া
কত যতনের ও ধন আমার
আমি যে কপাল পোড়া !

দুধের মেয়েটা পেলেনাক' দুধ
সেও মোরে ফাঁকি দিল,
তার দেওয়া ধন একে একে যেন
সব সে ফিরায়ে নিল।

এততেও আমি রেখেছিনু তার
মরণের দেওয়া দান
সব-হারা হয়ে ওই টুকু নিয়ে
টিঁকে ছিল মোর প্রাণ !

প্রাণ বেঁচে র'ল সহিবার তরে
সহেছিও আমি ঢের
খাজনার দায়ে বিকাইল মাথা
নতুন গ্রহের ফের !

তবু সব স'বে এ পোড়া পরাণে
'খাড়ু' জোড়া ফিরে দাও,
তার বিনিময়ে চিরদিন তরে
এ জীবন কিনে নাও !

কয়েদী

কর্ত্তাবাবু নিদয় কেন হও
মানছি আমার আছে হাজার কসুর,
হাতে এখন নাইযে কানা কড়ি
সইবে না কি একটা দিনের সবুর ?

দু'দিন ধরে পচ্‌ছি কয়েদ ঘরে
তেষ্টা পেলে দাওনি ফোটা জল,
কল্‌জে ফাটে ঘরের কথা ভেবে
বোনা মাঠে আজ এয়েছে ঢল !

রহিম আমায় আনলে যখন ধরে'
আঁচলে কেউ মুছলে চোখের পাতা ;
হাবা মেয়ে ভাবল বাবা বুঝি
শোধ দিতে চায় জমিদারের 'গাঁতা'।

এই দুটো দিন উপোষ করে তারা
চেয়ে আছে আমারি পথ পানে
হাপুস চোখে কাঁদছে ছেলে মেয়ে
আমি তবু রইছি বেঁচে প্রাণে।

আমার সে যে লাজকাতুরে বড়
পরের কাছে ফুট্‌বে না তা'র মুখ,

কাঙাল তবু আমি ছাড়া কেউ
জানেনা তা'র দুখের এতটুক্ !

অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া প্রাণী
'ভুরোর জাউ'য়ে ক'দিন ছেলে ভোলে
'লক্ষীআড়ি' তাও খেয়েছি 'ভেনে'
একমুটো ধান নাইক আমার 'ডোলে !'

মাচান-ভরা কচি ঝিঙের জালি
উঠান ভরা কনকা রাঙার শাকে
'অষুধ' করি নাইক এমন পাতা
সব খেয়েছে তোমারি সব পা'কে

পরিবারের গয়না কবুল করে
দু'বার বাঁচি তোমার কবল থেকে,
তিন বছরের মেয়ের দু'খান 'বাজু'
ঘুম ছিলনা আমার ঘরে রেখে।

দুধের ছেলের সোনার পদক টুকু
উস্‌ুল প'ল তোমার চাঁদার খাতে
আর কি আছে এই পোড়া জান ছাড়া
ফাঁসির দড়ি দাওনা এবার হাতে !

সমাজ-সয়তান

কলাবাগান পেরিয়ে গেলে পর
নোনাগাছের বনে ভরা উঠান, তারই একটী পাশে
কেষ্ট মালোর ঘর ;
মুখুয্যেদের অনেক দিনের প্রজা,
একটী ছেলে নাম ছিল তা'র ভজা,
বউটী তাহার তিনটী দিনের জ্বরে
গেল বছর ভাদ্রে গেছে মরে'—
ওষুধ পথ্য কেই বা বল দিল
কাঙাল তা'রা বড্ড কাঙাল ছিল,
গাঁয়ের এমনি মজা—
নাড়ী দেখার লোক পেলেনা সকল পাড়া বেড়িয়ে এল 'ভজা' !

গাঁয়ের ত্রিসীমানায়
ডাক্তার কিম্বা বৈদ্য খুঁজে বা'র করা সে মহা একটা দায় !
'ভিজিট' দিয়ে ভিনগা থেকে বটে
ডাক্তার আনা ধনীর ভাগ্যে ঘটে,
কিন্তু যাদের উদরে নাই অন্ন
নাছোড়-বান্দা হাড়-হাবাতে দৈন্য,
তা'দের শুধু কান্নাকাটিই সার
প্রাণটা নিয়ে বেঁচে থাকাও ভার !

একটী মাত্র কাঁসার ঘটী ছিল
সাবুর পয়সা জুট্‌ল না তাই কেষ্ট সেটা বাঁধা দিয়ে দিল।

ভরা ভাদ্র মাস
কালো মেঘে জমাট আকাশ মাঝে মাঝে ফেল্‌ছে দীর্ঘশ্বাস,
দু'টী প্রাণের ব্যথায় ঘন হয়ে
বাদল ধারা ঝরছে রয়ে রয়ে,
কেষ্ট কাঁদে অক্ষমতার লাজে
বিপুল ব্যথা ভজার বুকে বাজে,
তিনটী দিন আজ খায়নি তা'রা কিছু
অসাড় বসে মাথা করে নীচু,
ভজা ডাকে—"ওমা ওগো মা—
ভজার দিকে দেখ চেয়ে, ডাক্‌ছি এত কাণেও শুন্‌ছো না ?"

গভীর হ'ল রাত্রি,
মিথ্যা ভজার মাকে ডাকা আজকে সে যে পরপারের যাত্রী !
রোগের জ্বালা পেটের জ্বালা হ'তে
হাত এড়িয়ে চল্‌ল কোন মতে,
তিনটী দিনই বুকের উপর তা'র
চাপা ছিল একটা ভীষণ ভার,
আজকে সে ভার সরিয়ে দিল কে ?
মুখের কালি মুছিয়ে নিল যে !

ঘুটঘুটে সে অন্ধকারে তখন
মুখের 'ছিরি' উঠ্‌ল জ্বলে নিভার আগে প্রদীপ জ্বলার মতন।

*   *   *   *   *

একটী বছর গেল,
ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন মাসে ঢাকের বাজ্‌না আবার ফিরে এল ;
কেষ্ট ভেবে পায় না কোন কূল
চোখের জলে পথ হয়ে যায় ভুল,
ভজা ভাবে এইবা কেমন হ'ল
মরা মানুষ মরা হয়েই র'ল ?
দিন যামিনী বুকের উপর হায়
'বিদের কাঠি' আঁচড় দিয়ে যায়
দেহের রক্ত মাথায় উঠে পড়ে
কে কা'রে দেয় সান্ত্বনা গো পিঁড়েয় পড়ে, লুটোপুটি করে'।

*   *   *   *   *

সেই ছিল যে লক্ষ্মী—
ঘরকন্না তারই ছিল প্রাণ দিয়ে সে সইত সকল ঝক্কি,
চাল বাড়ান্ত জান্‌তে দিত না
রোগ হ'লে সে গায়েই নিত না
কাঙ্গাল আমি জান্‌তে পারিনি
একটী কড়িও কারো ধারিনি,
হাজার দুখেও হাসিটুকু মুখে
এত মায়াও ছিল তাহার বুকে।

ঘরে আমার দায় হ'ল যে টেঁকা
নেহাত আমি লক্ষ্মীছাড়া আটকপালে এতও ছিল লেখা !

সারা বছর ধরে',
ঘরের ধূলো উঠ্‌ছে জমে উঠান গেল আবর্জ্জনায় ভরে,
পায়রা দু'টো কোথায় গেল উড়ে
তুলসী তলায় প্রদীপ শুধু, পুড়ে !
নেপা পোঁছা পিঁড়েয় ধরে' লোনা
মাঝ উঠানে পড়ছে ভেঙ্গে কোণা,
হাঁস ক'টা আজ খাচ্চে যেন খাবি
ঝন্‌কাটে রুঁই মরচে পড়া চাবি,
চালের বাতায় ঘুণ ধরেছে—ঘুণ
ছেঁড়া বালিশ মাদুর কেটে ইঁদুরগুলো করলে চতুর্গুণ।

কাঙাল আমি কাঙাল
ভজার মা যে ভেঙ্গে গেছে আমার মনের চারিদিকের জাঙাল ;
সারা বছর বেকার বসে আছি
না খেয়ে আর কেমন করে বাঁচি,
আমি পাষাণ অনেক স'বে প্রাণে
দুখের ছেলে দুখের কি সে জানে ?
দু'মুটো ভাত তারও জোটেনা
আনব মেগে ?—মুখযে ফোটেনা !

মরা গাঙে জাল ফেলা মোর সার
উঠ্‌ল কেবল মড়ার মাথা, হাড়ের গাদায় ঠেক্‌ল শুধু ভার।

জমিদারের বিলে
জাল ফেলা সে কায়দা অনেক হুকুম মেলে খাজ্‌না নগদ দিলে,
নায়েব ম'শার পা দু'খানি ধরে'
কান্না কাটি সারা সকাল ক'রে
ফলে পেলাম পেয়দা বেটার ঘুঁসি
বেরিয়ে এলাম তাতেই হয়ে খুসি,
পেটের জ্বালায় ক্ষেপে ভজার সাথে
বাহির হ'লাম সেদিন আঁধার রাতে;
"পেত্নিতলার ঘাটে
লুকিয়ে যে মাছ ধরব সবই বিকিয়ে যাবে রামনগরের হাটে!"

"বড় 'খালুই' দুটো
সবার আগে পূরে নে মাছ তোল দেখিরে আরো দু'চার মুঠো?"
ভজা বল্‌লে, "এই দেখনা আমি
মোড়ের মাথায় একটুখানি নামি
দু'চার বারে জমা হ'বে অনেক
দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও তুমি খনেক",
—এই না বলে পাউড়ি ধরে' গিয়ে
'খেপ্‌লা' নিয়ে একটু ঘুরণ দিয়ে

যেমন এল ধারে
হুড়মুড়িয়ে পাউড়ি ভেঙ্গে অমনি ভজা অগাধ জলে
পড়ল একেবারে !

অন্ধকারে খালি
ডুব্ দিয়ে আর সাঁত্‌রে কেবল হাত্‌ড়ে পেলাম দু'চার মুঠো বালি,
অ-থই জলে বিফল খোঁজা মোর
আঁধার কেটে আস্‌ল হয়ে ভোর,
অনেক ডেকে পাইনি ভজার সাড়া
সারা সকাল ঘুরণু সকল পাড়া ;
পেটের জ্বালায় গেছে মায়ের কাছে ?
সেথায় বুঝি দুখের দানা আছে,
কুঁড়ে খানা আমার
সেদিন থেকেই শূন্য পড়ে'—এখন সেথা বাস করে এক চামার।

* * * *

পাঁজর ভেঙ্গে মোর
ছ'টা ছ'টা ভাদ্র মাসের কাল রজনী হয়ে গেল ভোর।
বুকের মাঝে পাঁচটা পোড়া-ফাগুন
জ্বালিয়ে গেছে কুলের কাঠের আগুণ।
এখন আমি 'দানোর' মত ফিরি
বেড়া আগুণ আমায় আছে ঘিরি'

রাত্রে আমি পাকা সিঁধেল চোর
দিনে আমি বেজায় নেশা-খোর,
অত্যাচারের ঘানির মধ্যে এখন
মলে ফেল্‌ছি পিষে ফেল্‌ছি আমারই এই লক্ষ্মীছাড়া জীবন !

আমার ভাঙ্গা বুকে
অত্যাচারের ছুরি হান, একটী কথাও ফুট্‌বে নাক' মুখে,
"চোর" বল'ত সেলাম করে যাব
'মাতাল' বল, খুবই আমোদ পাব
'খুনের মেয়াদ' নয়ক আমার সাজা
বুকের মাঝে জ্বল্‌ছে ইঁটের পাঁজা ;
"কেষ্ট মালো বড্ড ভাল ছিল ?"
কে তাহারে এমন করে দিল ?
তোমরা আবার মানুষ ?
নায়েব ম'শায় পা ধরে' যে ধাক্কা খেলাম তখন ছিল হুঁস ?

সাজ্‌ছ এখন ন্যাকা
হাতের বাঁধন দেখে তোমরা অনেক কথা কইছ ব্যাঁকা ব্যাঁকা
তখন মুখে কেওকি চেয়েছিলে ?
দু'মুটো ভাত কেও কি দিয়েছিলে ?
পিঁড়েয় পড়ে' আমরা দু'টী প্রাণী
থাক্‌না,—আমি সাবারেইত জানি !

নাড়ী দেখার লোক ছিল না গাঁয়ে
চুকিয়ে দিলাম হেলায় ভজার মায়ে,
পেটের জ্বালায় ভজা—
না, না, সেসব মিথ্যা কথা—সয়তানীতে অনেক আছে মজা !

রতন কুলী

রতন ছিল কাঁচ্‌ড়াপাড়ার কলের কুলী,
ছেলে মেয়ে অনেকগুলি
ছিল তাহার, অন্ধ বুড়ী মা ছিল তা'র গলায় ;
আমলাগাছের তলায়
ছিল তা'দের ছোট্ট কুঁড়েখানি,
দুখের বোঝা মাথায় করে' এসেছিল তারই দোসর রাণী !
রাণী, সেতো সত্যিকারের রাণী ছিল,
হৃদয় নিয়ে ছিল যে রাজ-কাজ
ভাগ্যদেবী আপন হাতে অঙ্গে তাহার
পরিয়েছিল দুখের পেশোয়াজ ।

সেইত মহৎমান,
তাজা প্রাণের মুক্তা দিয়ে গড়িয়েছিল মাথার শিরস্ত্রাণ ;
দুঃখ যত দগ্ধে যেতো তারে,
অভাব যত বারে বারে
দংশে যেতো সর্পসম, জরিয়ে দিত অস্থি মাংস রাশি,
লজ্জা সর্ব্বনাশী
দৈন্যমাঝে বিবশ করে' যেত যখন চলে ;
কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তো জ্বলে

হাজার শিখা বিস্তারিয়া যজ্ঞবেদীর হোমের অনল সম
শক্তি অনুপম,
অজ্ঞানতার অন্ধকারেও বিপুল হয়ে' তুল্‌তো ভরে' বুক
এই ছিল তা'র সুখ।

রতন ছিল রাণীর বুকের রতন,
সোহাগ ছিল সাব্‌ড়া রকম, দীনের ঘরে তুচ্ছ আদর যতন!
চার্‌টে ভোরে বাজতো কলের বাঁশী
রতন ব'ল্‌তো, "এখন তবে আসি?"
"দুখীরামকে দেখো যেন পুকুর পাড়ে যায়নাকো সে ছুটে!"
রাণীর মুখে ফুট্‌তোনাকো বাণী, শুধু ওষ্ঠপুটে
একটি ছোট হাসির রেখা—
দুখের বিষে জর্জ্জরিত বিরস মুখে দিত দেখা;
নয়ন দুটী পায়ের তলে
নিবেদনের নির্ভরতায় অর্ঘ্য হয়ে' পড়্‌তো গলে গলে।

রতন সে সব বুঝ্‌তো কিনা কিছু
সেইই জানে
সে সব কথার মানে;
তবু সে পথ চলার মাঝে বারে বারে চাইতো আগু পিছু,
সেই যেখানে দাঁড়িয়ে রাণী
দিতরে হাতছানি!

কলের চাপে ফেল্‌তো পিষে, চিম্‌নি দিয়ে উঠ্‌তো
মনের কালি,
জমাদারের গালি
প্রাণটারে তার বিষিয়ে দিত, তবু রতন কইতোনাকো কথা,
হায় নিদারুণ ব্যথা
মনের মাঝেই রইত গোপন, কুলীর কি আর
মান অপমান চলে ?
না খেয়ে যে মরবে সবাই, তার গোলামীর
এদিক্ ওদিক্ হ'লে ;
আসল কথা, রাণীর মুখের আদল
ভুলিয়ে দিত তার জীবনের সকল ঝঞ্ঝা বাদল।

'হপ্তা' ছিল এক টাকা আট আনা,
পাঁচটী লোকের ত্নুখের দানা
কোন মতেই কুলাতোনা হায়,
জীবন হ'ল গলগ্রহ, বেঁচে থাকা একটা বিষম দায় !
পেটের দায়ে খাট্‌তো রতন দেহের দিকে চাইতনাকো মোটে
তাতেও যদি দুটী বেলা পেটভরে' তার অন্ন দুটী জোটে !

ছেলে মেয়ে খাইয়ে দিয়ে
কলসী নিয়ে
আস্‌ত রাণী গঙ্গা পানে ;
কখন কেবা জানে

কলের ধোঁধায় আকাশ ভরা তাই দেখে সে

দাঁড়িয়ে গেছে থির,

বুকের কাপড় ভিজিয়ে গেছে হাজার ঝোরায়

কখন অশ্রুনীর ;

ছোটঘরের মেয়ে রাণী

তবুও সে বুঝতো অনেকখানি,

সরম ছিল, ভরম ছিল, দুঃখ সহার শক্তি ছিল তার,

অসীম বেদনার

বিজয়মালা পরিয়েছিল কণ্ঠে তাহার কোন অজানা হাত ;

সারাটী দিন রাত

রক্ত-রাঙা হাজার দলে আপন গন্ধে আপনি সমাকুল,

দুঃখময়ের পূজার কুসুম, জগতে তা'র নাইক সমতুল !

রতন কিন্তু বেঁচেছিল কোনও মতে ;

দেহের রক্ত জল করে' সে ফির্‌তো যখন পথে,

আপন মনে ভাবত কেবল

চোখ ভরা তা'র জল,

"দুটী বেলা পেট ভরে ভাত—এও যদি না মিলে

হা ভগবান্ কেন তবে ক্ষুধার জ্বালা দিলে ?

ছেলে মেয়ে পায়না খেতে

বুড়ো মায়ের অন্ধ চোখের জল শুকোয়না দিনে রেতে,

রাণা সে তো দেয়না পেটে দানা,

জীবনটা তার ঘানির মত, কেঁদে কেঁদে চলেছে একটানা ;

আছে বটে মুখের হাসি,
সেইত সর্ব্বনাশী
হৃদয়ে তা'র অহর্নিশি জ্বল্‌ছে যখন ক্ষোভের দাবানল ;
এমনি দুরবল
পুরুষ মানুষ আমি
মায়ের ছেলে, ছেলের বাবা, ঐ অবলা নারীর আমি স্বামী ?"

সে দিন দুপুর বেলা,
ছেলে মেয়ে পথের ধারে ধূলা নিয়ে ক'র্‌তেছিল খেলা,
লিচু-ওলা হাঁক্‌লো "লিচু লিচু—"
খেলা ছেড়ে হেলে দুলে চ'ল্‌ল' তা'রা তারই পিছু পিছু,
অবশেষে বাড়ীর কাছে এসে
দুখী বল্লে হেসে হেসে,
"চল্‌না দিদি, মাকে ডেকে আনি !"
—চাল বাড়ান্ত সেই কথা আজ পিঁড়েয় বসে'
ভাব্‌ছে তখন রাণী—
দুখী টানে মায়ের আঁচল ধরে'
আন্নাকালী মুখখানি ভার করে'
দাঁড়িয়া আছে দোরের গোড়ায়,
তখনও সেই পাড়ায় পাড়ায়
লিচু-ওলা চল্‌ছে হেঁকে—"চাইগো লিচু ফল"—
"আমি নারী এমনি দুরবল

ওদের এতটুকু আশাও, কাঁটা হয়ে রইবে আমার বুকে ?”
সেইঁ বেদনার কাতরতা ছড়িয়ে প’লো, রাণীর সকল মুখে !

পাঁচটা বেলায় রতন যখন এলো বাড়ী,
ছেলে মেয়ে তাড়াতাড়ি
ছুটে গিয়ে বল্লে বাবার জড়িয়ে গলা—
“আজ্‌কে লিচু-ওলা
হেঁকে গেল মোদের দুয়ার দিয়ে
মায়ের কাণ্ড কি এ ?
আমরা এত বল্‌নু ‘ওমা দাওনা কিনে লিচু’
আমরা তো আর চাইনি অন্য কিছু,
চুপ্‌টি করে’ রইল খাড়া মা
—দিদি আমায় বলল ‘দাঁড়া না,
বাবা আগে আসুক বাড়ী, কেমন মজা বলে দেব’খুনি’
দেখ বাবা, এতগুলো কিন্‌লে লিচু, ওদের বাড়ীর চুণা।”

রতন এবার চাইলো রাণীর দিকে,
ঘন কালো মেঘ ছেয়েছে স্নেহ-শ্যামল উজল ধরণীকে,
বৃষ্টি ধারা নাম্‌ল বুঝি ওই
বুকের আগল ভেঙ্গেছে আজ সান্ত্বনাতে মিল্‌বে না আর থৈ ;
বুকের দিকে নিয়ে টানি,
বল্‌লে রতন—“শোন শোন রাণী,

কাঁদ্‌চ কেন? তুমি যদি হাল ছেড়ে দাও এমন করে'
আমরা ঘরে রইব কেমন করে?
ছেলে মেয়ের মা তুমি যে আমার সকল দুখের দোসর হয়ে
এতদিন ত জীবনটারে বোঝার মত আন্‌লে তুমি বয়ে।”—
আজকে কেন রতনের আর সর্‌ল না'ক কথা
তারো প্রাণে দারুণ ব্যথা
যেন তুঁষের আগুন
হাওয়া পেয়ে উঠ্‌ল জ্বলে ধিকি ধিকি আরো চতুর্গুণ।

কেঁদে সবার কাটল সারারাত,
আবার প্রভাত
যখন এসে দিল দেখা ভাঙা কুঁড়ের ছোট্ট আঙিনায়,
ঝিরি ঝিরি দক্ষিণা বায়
দিয়ে গেল সাড়া,
রতন সে যে কলের কুলী তার জীবনে তখন কলের তাড়া!
সে দিন সকাল থেকে
কালো মেঘের দৈত্যগুলো ঝলক দিয়ে চল্‌তেছিল হেঁকে,
মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ে
গাছপালা সব কুট্‌ছে মাথা, ঘর বাড়ী সব এই বুঝি
যায় পড়ে;

ক্রমে ক্রমে শিলের বহর
এমনি লহর

লাগিয়ে দিল জলধারার সনে,
রতন মনে মনে
ভাব্‌তে গিয়ে শিউরে গেল—"পাতায় ছাওয়া আমার কুঁড়ে
এতক্ষনে কোথায় গেছে উড়ে,"
অন্ধ বুড়ো মায়ের কথা ভাব্‌তে যেয়ে চক্ষে এল জল,
—"মা যে আমার অসহায়া মা যে আমার জীর্ণ দুরবল,
সবার পথে চল্‌তে যে তার মানা
দেহ যে তার শিথিল অবশ মৃত্যু বুকে দিয়েছে রে হানা,
আমার দুখী আমার আন্নাকালী
আমারেই ত ডাকছে খালি খালি
রাণী রাণী আমার রাণী, দিন দুনিয়ায় সেই ত রাণী আমার
কি হল তার ?
আমি হেথায় ভাগ্যহত এমন সময় বাঁধছি পাটের গাঁটী
ওরে কুলী ওরে দেশের দশের কালি মিথ্যে গতর মাটি।"
রইল পাটের গাঁট্‌রী বাঁধা,
দিন গোলমীর যতেক বাধা
এক নিমেষে সরিয়ে দিয়ে একলা পথে কাঙাল ছুটে চলে,
প্রতি পলে পলে
মরণ যেন ঠিক্‌রে পড়ে' পায়ের তলায় ইঁটের ঢেলার মতন
অন্ধকারে পথ হারিয়ে অনেক পরে ফিরিল ঘরে রতন।—

"ঘরের দেয়াল মাঝ উঠানে ?
মটকা উড়ে কোথায় গেছে ? এরা আমার গেল গো কোনখানে ?
এই পাড়ারই কোনও ঘরে
আছে বোধ হয় ; আসবে ফিরে এই দুরযোগ থাম্‌লে পরে,
পাড়ায় খুঁজে আস্‌ব দেখে ?
এই যে এ—কে ?
এমন করে পড়ে আছে একি আমার আন্নাকালী ?
দোহাই কালী
মিথ্যে করো—না না এ যে সত্যি কথা এইত আমার মেয়ে,
এই জলে যে একেবারে উঠেছে গো নেয়ে !
কোথায় দুখী কোথায় রাণী
আয় ছুটে, নেই বক্ষে টানি,
তাই যদি হয় ?—সত্যি তা কি ?—তাও কখনও হয় ?"
আঁধার তখন বাইরে মনে, চারি দিকেই ভীষণ বিপর্য্যয় ।

* * * * *

পথে পথে ওই যে পাগল
দিন যামিনী ঘুরছে কেবল
পরণে ছেঁড়া নেকড়া টুকু হয় না তাতে লজ্জা নিবারণ,
শুধুই অকারণ
আপন মনে যাচ্চে বকে'
চিন্‌তে পার ও কে ?—
ধূলায় ভরা মাথায় জটা চোখ দুটি তার জবাফুলের মত ;
ব্যথায় হত

দেহটাতে হাড় ছাড়া আর যায় না কিছু দেখা,
এমনি ভাগ্যলেখা !
বুকের পরে হাত দু'খানি রেখে
যে যায় পথে শুধায় তারে ডেকে,
"হ্যাঁ গা, তোমরা বল্‌তে পার কোথায় তারা আমায় ভুলে আছে ?
আর কতদিন ঘুরব আমি এমনি করে' ঝড়ের পাছে পাছে !
অন্ধ মায়ের পাও কি দেখা ?
পথ হারিয়ে এতক্ষণে কোথায় যে মা ঘুরচে একা, একা ;—
রাণী—রাণী—রাণী,"
বলতে যেয়ে সরে না আর মুখের বাণী
আন্না যে আজ কান্না হয়ে বুকের মাঝে গুম্‌রে মরে শুধু
জ্বল্‌ছে ধূ—ধূ
দুখীর তরে শ্মশান ঘাটের একশ চুলী
ওইত রতন-কুলী !

"অকেজো-নারী"

বিধাতা আমারে শ্রীহীনা করিয়া যবে,
ছিন্ন কাঁথায় ঢাকিয়া এ দেহ, ভগ্ন কুটীরে
পাঠাইল এই ভবে,—
এমন হইবে তখন জানিলে হায়
দু'কথা বুঝায়ে কহিতাম বিধাতায় !

তখন ছিল না এতটুকু মোর জ্ঞান,
তাই— শোণিত অস্থি মাংস পিণ্ড ছানিয়া মাখিয়া
যাহা খুসী তাই গড়িলেন ভগবান—
পাঠালেনও তাই এমনি শূন্য ঘরে
দৈন্যের দায়ে দু'টী বেলা আঁখি ঝরে !
রূপ যে হেথায় নিলামের ডাকে উঠে,
একথা জানিলে শুধু রূপ নিয়ে ফুলের মতন
উঠিতাম আমি ফুটে !
গরবে হেলিয়া দুলিয়া মলয় বায়
দু'দিনে মাটিতে ঝরিয়া যেতাম হায় !
অর্থ যে হেথা বুকের রক্ত চেয়ে
বহু দরদের, সে কথা বুঝিনি, তাই আমি আজ
দীন-কাঙালের মেয়ে ;

নয়ত'—হাসিলে মুকুতা ঝরিত কত
অশ্রুর ফোটা গোটা মণি হয়ে র'ত !
রঙ্ যে আমার কালো
'কালো সোণা' বলে আদর করিয়া বাড়ীর সবাই
সে কথা বুঝালে ভালো ;
তা'র পর কালো আগুন জ্বালালো ঘরে
'কালোর' কি জ্বালা বুঝাইল ঘরে পরে।

বলি, রঙ্ যে আমার কমল-কলি কি বেলির মতন নয়
এ-পাড়া ও-পাড়া তাই নিয়ে কেন এত কাণাকাণি হয় ?—
চুলগুলো ঠিক ভোমরার মত কালো নয় তাও জানি,
সেগুলো লতিয়ে পায়ের পাতায় পড়েনি তাহাও মানি !
কপালখানা যে আরও এতটুকু ছোট হ'লে ভাল হ'ত
ভ্রূ দু'টো যদি বা সূক্ষ্ম রেখায় একটানা হয়ে র'ত !
আয়ত আঁখিতে রূপের বাহার বাড়ে—
এখন সে কথা বুঝিতেছি হাড়ে হাড়ে !
বলি, বক ফুল দেখে কাণ যে গড়াতে হয়,
'টিকোলো' নাকে যে মানায় সকলে কয়—
এইটুকু জ্ঞান ছিল নাক' বিধাতার ?
এখন রূপের বালাই নিয়ে বেঁচে থাকা ভার।

মেয়ে মানুষের গোলাপ-গণ্ড পরে
ভ্রমর বসিবে আধ-ফোটা মনে ক'রে

ওষ্ঠ হইবে পক্ক বিম্বফল
মাধুরী রক্তে সদা র'বে ঢল ঢল,
দন্ত-পঙ্‌ক্তি কুন্দ-শুভ্র হবে
দাড়িম-দানায় ফুটিয়া ফুটিয়া রবে,
—খুব বড় নয়, খুব ছোট নয়, পরিমাণ মাঝামাঝি
মনে হবে যেন দেবতা পূজার ফোটা-ফুল-ভরা সাজি।
যদি র'য়ে যায় গোণা গোটা তিল চিবুকের এক পাশে
তা'হ'লে সে যেন আকাশের গায় গোটা তারা হয়ে হাসে!
'মৃণাল ভুজের' অর্থ বুঝিয়া 'চাঁপার আঙুল' গণি'
বিধাতা যদিবা গড়া'ত আমায় হ'তাম রূপসী-ধনী!

মেনকারে ডাকি' তা'র পা'র পরিমাণে
মোদেরও চরণ গড়াতে হ'বে কে জানে?
আহা, চরণ-পদ্ম মাটিতে রহিবে মিশি
আলতার রঙে উজলিবে দশ দিশি!
বিকশিত এই দেহ-লাবণ্য লুটি'
নখরে নখরে রক্ত উঠিবে ফুটি!—
তখন একথা জানিলে হইত ভালো,
রূপের মূল্য বুঝিলে এমন সাধ করে তবে
হয় কেও কভু কালো?—
তোমরা কালো কি কালপেঁচা হ'লে চলে
'ছেলে কালো' এটা কেও কি কখনও বলে?

পুরুষ তোমরা হও না যতই কালো
নারীর কাছে সে 'আহা মরি!' 'খুব ভালো!'
রূপ নিয়ে যত তোমরা যাচাই কর
রূপের বাজারে ততই ঠকিয়া মর!
দেহটার মাঝে কিছু কি থাকে না আর?
তোমাদের সেথা নজর চলা যে ভার!
তোমরা চাও যে 'কাগজের ফুল' 'রঙমশালের আলো',
তোমরা কেন গো যাচিয়া লইবে রঙ যাহাদের কালো!

আমরা যা' পাই তাই নিয়ে বেঁচে রই,
তোমরা বাঁচনা 'মনের মতন' বই!
তোমরা যতই কুরূপ হও না ছাই
মোদের সেদিকে তাকাতেও নাকি নাই;
কারণ,—তোমরা পুরুষ, আমরা নারী,
আমরা বলিব সব তা'তে 'বলিহারি!'

তা'র পর দেখ "অর্থ" "অর্থ" করি'
শত অনর্থে সংসার দিলে ভরি'!
আমাদের ঘরে চাঁদ উঁকি মারে রাতে
ভাঙা চাল নড়ে কাকের চরণপাতে,
পিঁড়ে ভেঙ্গে পড়ে উঠানের মাঝখানে
মোটে পাঁচ বিঘে তাও ভেসে গেছে বানে!

ও বেলা খাবার এক মুঠো দানা নাই
তোমরা 'সভ্য' তোমাদের টাকা চাই!
তোমাদের ঘরে একটী মেয়েও নাই,
অথবা সে রূপে বিকাইয়া যা'বে তাই।
—তাও ত' নয় গো, রূপের সঙ্গে ধনের পণ্য খুলি'
শিখিয়াছ বেশ দোকানদারীর মিষ্টি-মধুর বুলি!

ভিটে-মাটি-বেচা যাহা কিছু সব হরি'
দৈন্য-দানবে রাজপদে সেথা বরি'
হাসিয়া আমরা তোমাদের বাড়ী যাই
বাপের ভিটেটা বাপের বলিতে নাই!
মার আঁখি জল পিতার দীর্ঘশ্বাসে
আসি যবে মোরা শ্বশুরের গৃহবাসে,
—কি প্রাণে যে আসি আমরাই তাহা জানি
তোমাদের কি গো?—তোমরা যে জ্ঞানী মানী!

পণ দিয়ে মন কিনে নিয়ে করি ঘর;
তা'র পরে শুধু আপন করিব পর!
পান থেকে চুণ খসিলে রক্ত মুখ
মোদের কপালে এইত চরম সুখ!
তবু তোমাদের—চরণ ধরিয়া বুকে
দিনগুলি বেশ কেটে যেত সুখে দুঃখে!

আমরা যে প্রাণ হেলায় বিলাতে পারি
সব প্রাণে সয় আমরা কঠিন-নারী !
শুধু তোমাদের, তোমাদের মুখ চেয়ে—
জীবন-তরণী অবহেলে চলি' বেয়ে !
তোমরা বসিয়া পরীর স্বপন দেখ
হীরেব পাতায় সোণার আখর লেখ,
হাওয়ার মতন গরবে বহিয়া যাও
আমরা যে প'ড়ে পায়ের তলায় সেটা কি দেখিতে পাও ?
গোলাপী-নেশায় রহিয়াছ ভরপুর
কাণে শুধু বাজে সাধা-হিন্দোলী সুর !
নিজের ওজনে তোমরা বেজায় ভারি
'ছাই ফেলা কুলো' আমরা 'অকেজো-নারী' !

ঘরের মায়া

পিছনে উঠিছে ঝড় সম্মুখেতে অন্ধকার বন
নামমাত্র পথরেখা তাও আজ হয়েছে নির্জ্জন ;
চরণ চলে না আর দেহলতা কাঁপে থর থর
কণ্টকে সঙ্কট পথ চোখ দুটী জলে ভর ভর !
তবু যে গো যেতে হ'বে থেমে থাকা মরণের দায়,
কেন মিছে থেমে যাও হে পথিক, ঘরের মায়ায় ?

সর্ব্বহারা মহাপ্রাণ তাহারে কে রাখে বন্ধ করে'
আলোর ইসারা আসে প্রতিদিন তারই অন্ধ ঘরে !
মৃতদেহ আগুলিয়া সেই আছে নিশিদিনমান
কে জানে আসিবে কবে এক বিন্দু অমৃতের দান !

———

গ্রহের ফের

ধন দৌলত ছিল আমাদের 'লোকলস্কর' ঢের
আজিকে নিঃস্ব বিশ্বের মাঝে এমনি গ্রহের ফের,
ঠাক্‌মার মুখে শুনেছি অনেক সুখের দিনের কথা
যত ভাবি, আর যত দেখি আজ মনে পাই তত ব্যথা !
আমাদের গৃহে চপলালক্ষ্মী নিশীথে স্বপন দিয়ে
এসেছিল নাকি অঞ্চল ভরি স্বর্ণ-শস্য নিয়ে ;
ছুতার বাড়ীর শূন্য ভিটাতে ছিল নাকি গোলাবাড়ী
দেড়শ' গোলায় ঠাসা ঠাসা ধান লক্ষ্মীর পাতা 'আড়ি' !
তিনখান নাকি গোয়াল ছিলগো আজিও শুন্‌তে পাই
চারজোড়া ছিল লাঙ্গলের গরু দশটা দুধল গাই ;
ছ'খানা লাঙল রোজ মাঠে যেত 'কেরষাণ' ছয়জন
রমজান, 'তারি' রশিক, রমেশ, সুলতান রহমন,
বেথুয়াগাড়ীতে আমনের জমি আমাদেরি ছিল সেরা
চরের জমিতে পটলের ক্ষেত বাবলার গাছে ঘেরা,
আউশধানের বাছা জমি ছিল দুধপাতিলার মাঠে
আমাদেরও নাকি ছিল কিছু ভাগ ছাতিমতলার হাটে ;
পাগলাদহত' আমাদেরি ছিল, সুবলপুরের বিল
দেয়াড়ের জমি সেও আমাদের, সেথা চাষ হ'তো নীল !
ব্রহ্মোত্তর ছিল ত' অনেক ছিল লাখরাজ ঢের
একে একে সবি হাতছাড়া হলো কিছু নাই আজ এর।

রামধন নাকি মানুষ হ'য়েছে আমাদেরি খেয়ে পরে
ঠাকুরদাদার 'বক্‌শিষ্' নাকি আছে নবীনের ঘরে,
আমাদেরি বাড়ী খাটিয়া সরলা, গিয়াছিল গয়া কাশী
জগন্নাথেরে দেখে এসেছিল রামতারণের মাসি,
বারমাসে নাকি তের পার্ব্বণ ছিল আমাদের বাড়ী
আমাদের বাড়ী কাজ হ'লে গাঁয়ে চড়াতে হ'তোনা হাঁড়ী ;
ঠাক্‌মা ছিলেন অন্নপূর্ণা দু'হাতে অন্ন দান
তারপরে মা তো অচলা লক্ষ্মী এলেন বাড়ায়ে মান,
ঠাকুরদাদাতো দিয়েই 'ফতুর', দানে ছিল খুব নাম
"দিল দরিয়া" যে বাবাও ছিলেন, বিধি শুধু ছিল বাম
রাখাল কৃষাণ লোকজনে সদা ছিল নাকি গৃহ ভরা
দিবস-রজনী সুখদুঃখের ভাগ বাঁটোয়ারা করা ;

আজ কিছু নাই আছে শুধু সেই অতীত মহিমাময়
ধ্বংশ সে স্মৃতি জাগায়ে হৃদয়ে মাঝে মাঝে কথা কয় ;
শালগ্রাম শিলা গঙ্গার জলে পূজা কে করিবে আর
তুলসীমঞ্চ গড়াগড়ি যায় বক্ষে ধরণী মা'র,
ভূঁইচাঁপা এত ছিল আঙিনায় শিউলি গাছের মূলে
শিশুগাছ ছিল ভরা বারোমাস ঝুম্‌কোলতার ফুলে,
চণ্ডীর ঘরে এত পারাবত দিনরাত কলকল্
ঐতো সেথায় শুধু ভিটে পড়ে, দেখে চোখে আসে জল !

ওই দেখা যায় ভাঙা কোঠাবাড়ী ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস
গোলাবাড়ী আজ বনে বনময় শিবাকুল করে বাস,
গোয়াল ঘরের ভিটে ভরা শুধু শিয়ালকাঁটার গাছে
অতিথিশালার নিমের গাছটি শুধু আজও বেঁচে আছে,
পাগলা দহে ত লাঙ্গল পড়েছে রাস্তা বিলের বুকে
ইঁটের পাঁজা কে ওই যে করেছে পূবদেয়াড়ের মুখে
কলমবাগানে জমিদার বাবু করেছে বাগান বাড়ী,
বড় আদরের পৈতৃক ভিটে তাও বুঝি নেয় কাড়ি' !

দু'হাতে যাহারা দিয়েছে অন্ন গৃহ-হীনে দেছে ঠাঁই
আজিকে তাহারা নিজে গৃহহীন উদরে অন্ন নাই ;
সকলি ত ছিল আজ কিছু নাই সহেছি সহিব কত
শুধু ভিটে তাও মিঠে মোর কাছে মায়ের কোলের মত,
বুক দিয়ে তাই পড়ে আছি আমি বুক চিরে চিরে ডাকি
দুঃখতারণ দেবতা আমার সে ডাক শুনিবে না কি ?

শূন্য ভিটের মাটির সহিত এ দেহও মাটি হ'বে,
মরণ-বেলার সান্ত্বনা তবু ধন্য হয়েছি ভবে !

মধুসূদন

নাম ছিল তার মধুসূদন মধু ভরা অন্তরে
আমরা সবাই মুগ্ধ ছিলাম তারি মোহন মন্তরে,
আপন দাদার চেয়েও স্নেহ বরং বেশী কম্‌ত না
সাঁঝ সকালে নইলে তারে মোদের খেলা জম্‌ত না ;
নামপাতানর সেইত 'বুড়ি' কূয়োখেলার কুম্ভকার
সেই ছিল হায় মোদের গড়া দূর্গাপূজার বাজনদার,
গাজন খেলার সন্ন্যাসী গো আমকুড়ানর সঙ্গী সে
তাহার মত হাসাতে আর কর্‌বে মুখভঙ্গী কে ?
কাঙ্গালজনে কর্‌ত দয়া পথ দেখাত অন্ধরে
রাত দুপুরে জায়গা দিতে কর্‌ত না কে সন্ধরে !
রোগীর গায়ে হাত বুলায়ে কাটাত কে রাত্রিদ্দিন
দুষ্টজনে দল্‌তে পায়ে শক্তি কাহার হয়নি ক্ষীণ ?
গাঁয়ের মরা গঙ্গা দিতে ঝঞ্ঝা বাদল মান্‌ত না
পরের কাজে ধন্য হোত, বল্‌তে 'না' সে জান্‌ত না ;
উৎসবে সে হাজির আছে দায় বিপদে বন্ধু সার,
আনন্দে সে আনন্দময় ঝর্‌ত দুখে নয়ন তার !
তোষামোদি জান্‌ত না সে তবু মধুর গৌরবে
মোদের পল্লী পূর্ণ ছিল মুগ্ধ গুণ-সৌরভে।

"তারি"

আমাদেরি বাড়ী আজন্মকাল কাটায়ে গিয়াছে 'তারি'
কতদিন আজ চলে গেছে তবু পাশরিতে তারে নারি ;
মা'র কোল ফেলে তার কোলে আমি উঠিতাম তাড়াতাড়ি
তা'রি নেপা-পোঁছা কুঁড়ে ঘরে যেন ছিল মোর পোঁতা নাড়ী ;
দু'কুলে তাহার ছিল নাক' কেও আমি ছিনু তার সবি'
মাঝে মাঝে 'তারি' বলিত আমারে 'কত দিন ছোট রবি ?
বড় হ'লে তুই 'বড়বাবু' হবি আমারে কি মনে রবে ?
তাই বলি তুই ছোট হয়ে থাক চিরদিন এই ভবে !'

সকাল বেলায় গরু পালে যাবে 'তারি' যাবে তার সাথে
আমি যাব তার কোলে উঠে তাই নিদ্রা হো'ত না রাতে ;
গরুর গাড়ীতে চড়া কি আমোদ 'তারি' যদি তা'তে থাকে
—'দাঁড়া ছোটবাবু, যাব তোর সনে বলে আসি আমি মাকে !'

তাহারি হাতের 'ধানের নোচেতে'—আজও আছে গৃহভরা
বৈশাখে তারি হাতে দেওয়া ওই তুলসী তলায় ঝরা—
আকাশপ্রদীপ ঐত রয়েছে তারি হাতে গড়া দোল,
হরিনাম গানে পাগল সে হো'ত ঐ আছে তার খোল।

বায়না তুলিলে সে বিনা আমারে ভুলাতে কে পারে আর
পরীর গল্পে পাঁচালির গানে কে ছিল তুল্য তার ?
চড়কপূজা ও রথযাত্রার পার্ব্বণী সব দিয়ে
কত না খেল্‌না কিনে দিত মোর পুঁতুলের দিত বিয়ে ;
বড় হোলে তারে ঐখানে বসে শুনতাম রামায়ণ
তন্ময় হয়ে শুনিত সে সব ছল ছল দুনয়ন।
এইখান ন'লে খেত না সে ভাত ঐখানটীতে শোয়া
খিড়কির দোরে ঐখানটীতে নিজের বাসন ধোয়া !
যে দিকে তাকাই দেখি তার স্মৃতি জড়ায়ে রয়েছে যেন
নয়নের আগে সে বেড়ায় ঘুরে মনে হয় মম হেন ;
কোন্ অবহেলা অনাদর পেল', ফেলে গেল মোরে তাই
আজ মনে হয় জীবন বিকায়ে তারে যদি ফিরে পাই !

"ভাই-ফোঁটা"

ভাই-বোনের এই মিলন দিনে, বুক ভেঙ্গে আজ কান্না আসে
তুমি কেন রইলে দিদি ভুলে
তোমার সাধের সোণার তরী, কোন সাধনার পণ্যে ভরি,
ভিড়ালে আজ কোন্ সাগরের কূলে ?
ভুলের দেশে রইলে ভুলে, দেখ স্মৃতির পর্দ্দা খুলে,
আজ যে তোমার আশীর্ব্বাদের দিন
ভুল ভেঙ্গে দাও ভুল ভেঙ্গে দাও সজাগ হয়ে ওঠো বেঁচে
রইলে তুমি কোন সাধনায় লীন ?

যাবার বেলা মাকে ডেকে, পথের দিকে তাকিয়ে থেকে
বুক ভাসালে রাঙা আঁখির জলে
অভিমানে তাই কি শেষে, রইলে দিদি নিরুদ্দেশে
এমনি করে সকল ভুলে র'লে ?
বুক চিরে মা ডাক্‌ছে তোমায় সাধ্য কি তাঁর কান্না থামায়
সে ডাক শুনে পাষাণ গলে যায়,
দশটী দিনও যায়নি দিদি, কেমন করে এমন হলে'
ভুলে গেলে কাঙালিনী মায় ?

আজ যে শুধু মনের উপর আঘাত করে' তোমার হাসি
মোদের দুখে তোমার চোখে জল
মনে প্রাণে কেবল কাঁদি, তোমার কথাই দিন যামিনী
বসে বসে বল্‌ছি অনর্গল,
তোমার অতি ছোট কাজে দেখ্‌ছি তোমায়, ছোট্ট কথাও
অবিরত শুন্‌ছি যেন কাণে
তোমায় কবে কি বলেছি, সেই কথাটি সজাগ হয়ে
কাঁটার মত বিঁধ্‌ছে আমার প্রাণে !

বুক দিয়ে যে আড়াল করে' দু'হাত দিয়ে আগ্‌লে ছিলে
মোদের সকল দুঃখ বিপদ হ'তে
পথের কাঁটা সরিয়ে নিতে, চরণ-চিহ্ন রেখে গেছ
কাঁকর ভরা মোদের জীবন-পথে !
শুক্‌নো মোদের আনন দেখে, সংগোপনে খুঁজতে তুমি
কিসের দুঃখ কিসেরি বা ব্যথা
আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে আকুল আঁখি জলের ধারা
ঘুচিয়ে দিতে প্রাণের কাতরতা,
মায়ের দুঃখ নয়নের জল বুকে তোমার রইল জমা
কাঁদলে মনে সারাজীবন ধরে'
শতেক সুখে সুখী ছিলে আমরা মোদের বিষের জ্বালায়
হৃদয় তোমার রেখেছিনু ভরে !

মনের আগুন চিরদিনই মনের মাঝে কালি করে'
বাইরে তুমি চির-উজল ছিলে
অকথিত অনেক কথাই আজকে যেন প্রাণে প্রাণে
অভাব মাঝে প্রকাশ করে দিলে,
যে দিকে চাই সেই দিকে যে, তোমার স্মৃতি সজাগ হয়ে
অহোরহ দিচ্চে বুকে হানা।
একটী কথা চাপ্‌তে গিয়ে জোয়ার আসে হাজার কথার
ব্যথার পাথার কর্ব্বে কে তায় মানা ?—

কুলুঙ্গিতে তোমার গীতা, মহাভারত বাঁধাই আছে
ক'দিনেতেই আবর্জ্জনা তাতে
পদ্মপুরাণ বন্ধ ছিল খুলেই দেখি পূজার ফুলে
চিহ্ন দেওয়া তোমার আপন হাতে ;
মেঝেয় গড়ায় পঞ্চপাত্র শূণ্য পড়ে' ফুলের সাজি
ঠাকুরঘরের বারান্দাটার কাছে,
সন্ধ্যা করার সাড়ীখানি আলনাতে আজ তেমনি তোলা
জপের মালা ওই টাঙান আছে।
গুরুগীতার পাতায় পাতায় তোমার হাতের দাগ পড়েছে
খুল্‌তে গিয়ে চক্ষে আসে জল
তুমিই শুধু গেছ দিদি রইল পড়ে তোমার সবই
স্মৃতির মাঝে ব্যথায় হতবল !

হ্যাঁগো,—আলতা পায়ে সবাই পরে, এমন রাঙা দেখিনি ত
তোমার পায়ে এতই সুশোভন,
সিঁথির সিঁদুর জ্বলন্ত যেন, যজ্ঞহোমের অনল শিখা
সতীর তেজে দীপ্ত চিরন্তন।
কেমন করে ভুলব দিদি, তুমি যে গো ছড়িয়ে আছ
ভিতর বাহির সমান করে যেন
তুমি ছাড়া নাইক কিছু, তবু এমন কঠিন হ'লে
এমন দিনেও রইলে ভুলে কেন ?

ভা'র কপালে দেবে ফোঁটা, ভাই হবে যে সোণার ভাঁটা
যমের দ্বারে তুমিই কাঁটা দেবে,
জীবন ভরে' ভাবলে যাদের, তাদের মনে পড়ছেনা কি
'ভাই ফোঁটা' আজ সেই কথাটী ভেবে ?
সকাল বেলা তোমার মুখে স্তোত্র শুনে মনে হতো
সেই সে কালের আশ্রমেতে আছি
তীর্থস্নানের মন্দাকিনী কল্‌কলিয়ে উছলে পড়ে'
এখনও যে প্রাণের কাছাকাছি !
তোমার সুরে সুর মিলায়ে, সবাই যখন চল্‌ত গেয়ে
অসাড় দেহ শিউরে যেত কিসে
আজকে গানের সুরটী শুধু প্রাণের মাঝে বেতাল নাচে
চোখের জলে হারায় সকল দিশে !

তোমার স্নেহ-আঁখির ছায়ে ফল্‌ল যে-ফল তোমার গাছে
তোমার বুকের শোণিত পিয়ে পিয়ে
ঝড়বাদলে নিদাঘদিনে চাইত তারা তোমার পানে,
আজ অশরণ করলে কোথায় গিয়ে।
নখের আঁচড় পড়েনি যায় আজকে তারা বৃন্ত্য-চ্যুত
ধূলায় পড়ে যাচ্ছে গড়াগড়ি,
তোমার হাতে গুছিয়ে রাখা, ভাল মন্দ ঘরের জিনিস
অযতনে হচ্চে ছড়াছড়ি।

দেশ জুড়ে যে সকল বোনের মুখভরা আজ হাসির রাশি
ভাই বলে আজ কতই আয়োজন
ভাই বোনের আজ মিলন দিনে অভাগ্য তাই আজকে আমার
জেগে ওঠার নাইক প্রয়োজন।
চোখ দু'টো আজ উদাস হয়ে আকাশ পানে চেয়েই আছে
কাঁপিয়ে দেহ বাতাস বয়ে যায়,
প্রাণের কাঁদন বুকের মাঝে পাথর হয়ে যাচ্ছে জমে
মনটারে আজ প্রবোধ দেওয়া দায়!

———

সুধার ভাগ্য

সুধারাণীর বয়স যখন বারো
তখন এটা ঘুণাক্ষরেও হয়নি মনে কারো,—
মেয়েটী ছাই, ছার-কপালে এম্‌নি
বাপ-মা তা'র বিয়ে দেবেন যেম্‌নি
হাতের নোয়া দু'দিন পরে খুইয়ে
সিঁথির সিঁদূর চোখের জলে ধুইয়ে
টান্‌তে হ'বে জীবনটারে ছেক্‌ড়া-গাড়ীর ঘোড়ার মত নিত্য,
সুখে দুখে একটানাতে সরিয়ে দিয়ে হৃদয়ের সব বিত্ত।

—কারণ, এটা সবাই মনে করে
মেয়ে আমার ভাগ্যমানী পড়বে ঠিকই মনের মত বরে ;
টুক্‌টুকে লাল রঙটী হ'বে তা'র
না হয় কিছু হয়েই যাবে ধার
বি-এ পাশের কম যদি হয় তবে
মেয়ের আমার মনটী যে ভার হ'বে,
কল্পনা ও জল্পনাতে সারাবাড়ী এমনি করে গরম
মেয়ে, আহা, কচি মেয়ে, মনটী তা'রও হ'য়ে আসে নরম।

—কারণ, সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে তা'র
শুনিয়ে এবং ভাবিয়ে দিয়ে মনটাকে তা'র সবাই করে ভার,
টুক্‌টুকে বর কল্পনাতে আঁকে
বি-এ পাশটা মনে মনেই থাকে
বাপ-মা ভেবে হয়ে থাকেন কালি—
মেয়ের ভাগ্যে আঁকাছকা খালি,
বুদ্ধির সঙ্গে ভাবনা চিন্তা বানের মত কেবল বেড়ে যায়
বাপের কষ্টে মেয়ের লজ্জা, চোরের মত ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চায়!

সুধা অতি ছেলে-বেলার থেকে
বিয়ের কথা শুনে এবং বাপের চেষ্টা ছুটোছুটী দেখে,
বয়স হবার আগে থেকেই যেন
মনে ভাবত,—"তাইত," "সত্যি," "কেন?"
অর্থাৎ কিনা বুঝত অনেক কথা
বুঝত মায়ের বাপের প্রাণের ব্যথা,
হিঁদুর ঘরে বয়স চেয়ে অনেক মেয়ে বুঝেন অনেকখানি
বুঝা বিশেষ শক্ত কি আর?—ঘরে পরে যখন কাণাকাণি?

বারো বছর পেরিয়ে গেলে পর
সুধার ভাগ্যে অনেক চেষ্টায় মিলে গেল সোণারচাঁদ এক বর,
ঘরটা বেশই ভাল—
তবে রঙটা একটু কাল,

বি-এ পাশ সে করেছে এইবার
এম-এ পড়ার খরচ চলা ভার ;
তা হোক্‌গে কাল,—সুধা দেখ্‌লে পটে আঁকা ছবি
বিশেষ খ্যাতি সুধার বরের কারণ তিনি উঁচুদরের কবি।

গরীব হলেও তা'র
মনটা ছিল বেজায় সরল, ছিলনাক একটু অহঙ্কার,
কারণ 'ক্লাশের' সেরা ছাত্র
'পাশ' করেছে মাত্র
'মেডেল' পেয়ে স্তুতিবাক্য শুনে
মুগ্ধ হয়ে নিজেই নিজের গুণে,
দেমাক হ'লেও হ'তে পার্ত্ত, কারণ সেটা প্রায়ই হয়ে থাকে
বাহির চালে মনের গর্ব্ব মনের মধ্যেই ঢাকা দিয়ে রাখে !

ইতিমধ্যে ব্যাপার ঘটল মস্ত
অর্থাৎ কিনা সুধার বাবা কন্যাদায়ে হয়ে মহা ব্যস্ত—
এলেন ছেলের বাড়ী—
বাবাটী তা'র দুলিয়ে লম্বা দাড়ী—
ঘন ঘন হুঁকাতে টান কসে
কখনও বা শুয়ে কভু বসে
অনেক প্রকার মুখবন্ধে লম্বা ফর্দ্দ করে ফেল্‌লেন শেষ—
সুধার বাবা হতভম্ব, কথাবন্ধ নয়ন নির্ণিমেষ !—

যা' হোক্ গা'টা নেড়ে
জোরে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে এবং গলাটা বেশ ঝেড়ে
তাকিয়াটারে সরিয়ে দিয়ে নিজে একটু সরে'
ছেলের বাপের হাত দু'খানি ধরে'
অনেকখানি স্নেহদ্রব্য ঢেলে
মনের নাগাল একটু যেন পেলে,
অর্থাৎ কিনা, অনেক কষ্টে হবু-বেয়াই হয়েছেন 'নিমরাজি'
হিসাব চুক্তি লাভের বখরায় হ'তেও পারে ধার্য্য মাঝামাঝি।

চুক্তি হ'ল কি যে
সে সব অতি গোপন কথা আমরা সে সব জানিনাক নিজে,
তবে গুজব মত
এটা মনে হ'ত,
সুধার বাবা সুধার বিয়ের পরে
মাসিক খরচ চালাচ্ছে ধার করে,
সেটা আরও স্পষ্ট করে বুঝা গেল তখন
জমিদারের 'প্যায়দা' এসে ঢোল বাজাল হলুদক্ষেতে যখন !—

দেড়টী বছর গেল
পূজার সময় সুধারাণী অনেক কেঁদে বাপের বাড়ী এল ;
দশমীর দিন রাতে
কেবল মাত্র পাতে

সুধারাণী বস্‌ল এসে খেতে,
দু'দিন পরে হ'বে যে তা'র যেতে
তা'তেই মা তা'র কছে বসে খাওয়ায় রোজই তা'কে
শ্বশুর বাড়ীর অনেক কথাই ছেলেমানুষ বলে ফেল্লে মাকে !

এমন সময় একি !—
রেলের কুলী আন্‌লে যে "তার"—'দেখি খুলে দেখি ?'
সুধার বাবার মুখ
শুকিয়ে এতটুক
বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল তাঁর,
—"সুধার বরের প্রাণ বাঁচা যে ভার"—
ছুটে গিয়ে সুধার মাকে সকল কথা বলে
পরের 'ট্রেনেই' জামাই-বাড়ী গেলেন তিনি চলে !

* * * *

"হরি হরি বোল !"—
সুধার বাপের কাণে গেল; প্রাণটাকে তা'র কে যায় দিয়ে দোল ?
পথের ধারে দেখে—
মরাটাকে ঢেকে
লোকগুলো সব আগলে বসে আছে
সুধার বাবা সুধায় তা'দের কাছে,—

"হ্যাগা তোমরা বলতে পার, কেমন আছে চাটুর্য্যেদের ছেলে ?
ওগো, তা'র যে বড় শক্ত অসুখ, নরম একটু পড়েছে কি ?—
দেখতে পাব গেলে ?

মুখ নামালে যেন ?—
ওকি, তুমি অমন করে, কেঁদে উঠ্‌লে কেন ?—
তাকি সত্য হয় ?
ধর্ম্মে তাকি সয় ?
সুধা যে মোর বড় ভাগ্যমানী,
তার কপালে ঘট্‌বে এতখানি ?
না, না, বল মিথ্যা কথা,—দেখি মুখের কাপড় তুলে দেখি ?
ওরে, এ যে সুধার ভাগ্য, সিঁথির সিঁদূর, হাতের নোয়া, একি ?

* * *

মনের মতন জামাই
চোখের কান্না থাম্‌তে পারে মনের কান্না কেমন করে থামাই ?

বধূর ব্যথা

ওমা,　　আল্‌তা পরা চরণ দুটী তোমার
চোখের আগে জাগ্‌ছে অবিরল,
মুখের আদল পাইনে খুঁজে মনে
ব্যথায় ভরা চক্ষু ছল ছল !

মুখের পানে চায়না কেহ হেথা
ছুতনো খুঁজে কেবল জ্বালাতন
কথার ব্যথা সয়না মা আর প্রাণে
মাঝে মাঝে কেমন করে মন !

বসার হুকুম নাইবা র'লো মোর
খাটুতে নারাজ নইক আমি মোটে,
তবুও যদি ছার কপালে কভু
ভুলেও দুটী মিষ্টি কথা জোটে।

পোড়া পেটে নাইবা প'লো কিছু
'তেষ্টা' পেলে নাইবা পেলাম জল,
যা' নয় শোনার তাই যদি মা শুনি
সইব' আমি কেমন করে বল ?

গয়না আমি চায়নি কভু ভুলে
গঞ্জনা যে তা'তেও আমার আছে,
বাবার আমার নাইবা থাকুক টাকা
আমার বাবা রাজা আমার কাছে।

রোগে ভুগেও ক'রতে হ'বে কাজ
ম'রেও আমার ধর্‌তে হ'বে হাঁড়ি,
জলের ঘটি এগিয়ে নিলেও দোষ
আমি যখন এইছি শ্বশুর বাড়ী।

তুইত' হেথায় নাইক আমার কাছে
হাত হ'তে মোর কাজ নেবে কে কেড়ে,
রান্নাঘরের পিঁড়েয় পেতে পিঁড়ি
সবার আগে ডাক্‌বে কে ভাত বেড়ে।

গাঙের ঘাটে কলসী কাঁখে নেব'
দাঁড়িয়ে আছি ষষ্ঠীতলার ছায়ায়
বেজার হয়ে ব'ল্‌বে কে বল মোরে
"কাজ কি মা তোর এত গিন্নীপনায়

শ্বশুর-বাড়ী খাটিস্ বারো মাস
দু'দিন যদি এলি বাপের বাড়ী
হেথায় এসেও দিবি উঠান ঝাঁট
দুটী বেলা ধর্‌বি ভাতের হাঁড়ী?

গোয়াল আমার থাক্‌না 'বাসি' পড়ে
গরু বাছুর নাইবা গেল পালে,
বেলা হ'লেই মাজ্‌ব'খুনি বাসন
ধানের কুঁড়ো থাক্‌না ঢেঁকীশালে!

চালের বাতায় ঘুণ ধরেছে বটে
বালিশ কাঁথায় পাইনি বটে রোদ,
এসব কাজে তোর কি যেতে আছে
বোকা মেয়ে—নাই কি রে তোর বোধ?

বছর পাঁচেক পরে মায়ের কাছে
এম্‌নি ক'রে খাট্‌তে কে বল্‌ আসে
খোকারে তুই রাখিস্‌ বরং কাছে
তোর কাছে সে খেল্‌তে ভালবাসে।"

আজকে যত তোদের কথা ভাবি
বুক ফেটে মা চক্ষে আসে জল,
তোদের পেয়ে ভুল্‌বো সকল জ্বালা
সেদিন আমার আস্‌বে কবে বল!

এবার গিয়ে শুন্‌বো মা তোর কথা
খোকারে মা রাখ্‌বো শুধু কাছে,
মুখের পানে শুধুই চেয়ে রব
হেথায় এসে আবার ভুলি পাছে!

শোকাতুরা

তুলসী তলায় কত মাথা কুটে অশথে ছিটায়ে জল
সন্তান আশে কত আরাধনা চোখ দুটী ছল ছল !
অক্ষয়বটে বাঁধিয়া ঝুলন মানত করিয়া কত
রক্ষা কবচ করিয়া ধারণ;—মাথাটী করিয়া নত
শিবালয়ে দেছি বিল্বপত্র পূজার থালিকা ভ'রে
নিত্য হাজার তুলসী অর্ঘ্য শালগ্রাম পূজা তরে ;
কালীবাড়ী দেছি রাঙাজবা শত, অমাবস্যায় পূজা
আশ্বিন মাসে কত আশাভরে পূজিয়াছি দশভূজা,
হিরু ফকিরের 'দরগা' তলায় অনেক 'ফয়তা' মানি
সত্যপীরের সিন্নি দিয়েছি পড়্‌শীরে ডেকে আনি !
স্বস্ত্যয়নের হোমের মন্ত্র আজও যে রয়েছে কাণে,
চণ্ডীপাঠের উদাত্ত স্বর কত আশা দিল প্রাণে,
বৈশাখে দিয়ে ব্রাহ্মণ সেবা ফলদান-ব্রত করি'
দেবতার পাঠে সিক্তবসনে কত না 'ধর্ণা' ধরি '—
কেটেছিল মোর অনেক বরষ ক্ষীণ আশা বুকে লয়ে
বিফল জীবন ভাবিতে অশ্রু ঝরেছে নয়ন ব'য়ে !
মুখ তুলে কবে চাহিবে বিধাতা কবে আমি দিন পাব
'বন্ধ্যা' নারীর অপবাদ যাবে দশের কর্ম্মে যাব,
ওগো, শুভ কর্ম্মের মাঙ্গলিকে যে আমার ছিল না ঠাঁই
পুত্রহীনার নরক হইতে উদ্ধার নাকি নাই !

হৃদয়ের কথা শুনিল দেবতা অনেক দিনের পরে
বুকচেরা ধন বুকের মাঝারে রাখিনু যতন ক'রে !
আজ দেখি মোর ভরাবুক খালি, কেন গো এমন হ'ল
হারাধন মোর লুকায়ে আমারে কোন হারাদেশে র'ল ?

পাঁচুঠাকুরের 'মানসায়' তার এত খানি খানি চুল
ভোমরার মত কাল মিশ্‌মিশে নাই তার সমতুল !
চোখ দুটী ছিল এত বড় বড় সদা যেন জলে ভরা
একটু কথাতে অভিমান করে' কতনা 'বায়না' ধরা
গালের উপর ছিল দুটী তিল কত শোভা ওগো তাতে
সে মুখ দেখিলে মুগ্ধ নয়নে ঘুমত ছিলনা রাতে ;
মৃণালের মত বাহু দুটী তার চাঁপার আঙ্গুল তায়
আধ আধ স্বরে ডাকিত সে যবে 'আয় চাঁদ আয় আয়',
মনে হ'ত যেন সকল স্বর্গ মর্ত্তে এসেছে নেমে
বিধাতার অভিশাপের ঝটিকা গেছে যেন সব থেমে !

ওই তার আছে সোলার দোলনা কে আর দোলাবে আজ
খেলাঘর ওই শুধু প'ড়ে আছে, ছেঁড়া পুতুলের সাজ,
কাটের ঘোড়াটী ধূলামাটি মাখা, দালানের কোণে পড়ে'
এত আদরের 'মাটীর খোকন' কে আজ আদর করে ?
ময়না যে আজ খোকারে ডাকিয়া জাগায় সকল পাড়া
'মিনি' 'ভুলো' শুয়ে চাতালের পাশে নাইক তাদের সাড়া ;

'শ্যামলা' গায়ের নূতন বাছুর চাহিয়া দুয়ার পানে
কাহারে খুঁজিছে ? সন্ধান তার পাওয়া যাবে কোনখানে ?
আধছেঁড়া তার 'পেলথমভাগ' তা'রি থোয়া ওই খানে,
'থেলেট' ভাঙ্গার আধখানা আজ কি ব্যথা হৃদয়ে হানে,
খাটের উপর বিছানা তাহার শূন্য যে প'ড়ে আছে
সে ত নাই মোর সোণার মাণিক কে শোবে আমার কাছে !

পাঁচটী বছর সে বিনা আমার ছিলনা অন্য কথা
তা'রি তরে মোর সংসার-কাজ, সুখ দুখ হাসি ব্যথা,
পূজার সাজির সেরা যেটী ফুল খোকারে দিতাম আনি
দেবতার ধ্যানে দেখিতাম তার হাসিভরা মুখখানি ;
আমার সকল কর্ম্মের মাঝে তার ছিল সদা ঠাঁই
সে বিনা আমার সংসার মাঝে আজ কোন কাজ নাই !

বুকভরা ধন দিয়ে কেন দেব সে ধন কাড়িয়া নিলে
কাঁটা দিয়ে মোর কাঁটা তুলে কেন যাতনা বাড়ায়ে দিলে ?

পিতৃ-তর্পণ

বড় আদরের পল্লীমায়ের সাধনা-বেদীর তলে
তোমার হাতের দে'য়া দীপখানি আজও ধিকি ধিকি জ্বলে !
তুমি ছিলে দেব, প্রেমের সাধক অসীম নিষ্ঠা মনে
আপন পুণ্য দিয়েছ বিলায়ে অকৃতি অধম জনে !
তব হোমশিখা দিশারী আমার আজি এ আঁধার মাঝে,
তোমার পথের চরণ-চিহ্ন নয়নের আগে রাজে !
তুমি—দুঃখময়ের পুরোহিত ছিলে হৃদয়ে সুখের জ্বালা
তাই—বেদনায় রাঙা কুসুমে রচেছি তোমার অর্ঘ্য-মালা।